উর্ব্বশী

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শুভদৃষ্টি, রামানুজ, আহুতি ইত্যাদি প্রণেতা

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

প্রথম অভিনয় রজনী

৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

—১—

প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার — শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য
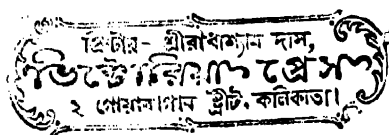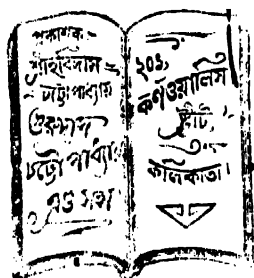
শ্রীল শ্রীমদ্ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের

শ্রীচরণকমলে—

সেবক

অপরেশ

নিবেদন

মহাকবি কালিদাস প্রণীত "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকের ছায়ায় অনুসরণে "উর্ব্বশী" রচিত হইল। যদি ইহা পাঠকবর্গের সন্তোষ সাধনে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত "তব শ্রীকরকমল আশে" গীতটী তাঁহার অনুমতিক্রমে ব্যবহার করিয়াছি। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি

গ্রন্থকার

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ

ইন্দ্র	...	দেবরাজ।
কার্ত্তিকেয়	...	দেব-সেনাপতি।
নারদ	...	দেবর্ষি।
ভরত	...	নাট্যাচার্য্য।
রাজা বিক্রমদেব	...	প্রয়াগাধিপতি।
বসন্তক	...	ঐ সখা।
কেশী-দৈত্য	...	দৈত্যরাজ।
চিত্ররথ	...	গন্ধর্ব্বরাজ।
হারীত	...	জনৈক বালক।

দেবগণ, পাত্রগণ, দৈত্য অনুচর, সারথী, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

উর্ব্বশী	অপ্সর-রাণী
চিত্রলেখা, মেনকা, রম্ভা	অপ্সরাগণ
মাধুরী	গন্ধর্ব্বরাজকন্যা।
সুজাতা	হারীতের মাতা।

অপ্সরাগণ, গন্ধর্ব্ববালাগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

আমরা থাকি রূপের দেশে।
বাঁধি ঘর চাঁদের আলোয় বেড়াই ভাল বেসে।
রূপের মদিরা করি মোরা পান,
রূপের ছন্দে গাহি রূপ গান,
রূপের নেশায় হ'য়ে থাকি ভোর রূপ আবেশে ॥
রূপে রূপে ভুবন ভরি
ছড়াই রূপের মাধুরী
রূপের সাগরে লহরে লহরে যাই গো ভেসে।
রূপের কাজল নয়নে মাখি,
রূপের ধ্যানে মগন থাকি,
রূপের অঙ্গে ঘুমায়ে পড়ি রূপে রূপে প্রাণ মেশে।
কই রূপ কথা হরি মন ব্যথা রূপ বিলাসে ॥

উর্ব্বশী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভরতাশ্রম

ভরতমুনি ও অপ্সরাগণ

গীত

নমো শ্যামসুন্দর নটবর জন-মনোহারী।
বর-নায়ক গায়ক চির-নব-ভাবধারী।
সর্ব্ব-রস-উৎস, আদি শৃঙ্গার রৌদ্র বীভৎস
সুর-নর-রাধিত বাণী-মানস-বিহারী।

ভরত। বেশ—বেশ, তোমাদের সঙ্গীতে আমি তুষ্ট হলেম। সম্প্রতি দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় যে নাটক অভিনীত হবে, তার নান্দীতে এই সঙ্গীত গীত হবে।

১ম অ। দেব, অভিনয়ের দিন ধার্য্য হয়েছে ক'বে?

ভরত। দেবরাজ এখনো দিন নির্দ্দিষ্ট ক'রে বলেন নি, তবে অভিনয়ের আর বড় অধিক বিলম্ব নাই। অভিনয়ের পূর্ব্বে তোমাদের আর একটি বিষয় শিক্ষণীয়।

২য় অ। কি আজ্ঞা করুন।

ভরত। অভিনয় কলাবিদ্যার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। যদিও আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দান করেছি, তথাপি আমার ইচ্ছা, অভিনয়ের পূর্ব্বে তোমরা সকলেই মর্ত্ত্যভূমি দর্শন ক'রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে এস। দর্শনই অভিনয়ের প্রাণ। যার দর্শন-শক্তি আছে, অভিজ্ঞতা আছে, এবং যে সেই দর্শন-লব্ধ অভিজ্ঞতা ধ্যান-ধারণা দ্বারা কায়-মনোবাক্যে বিকাশ করতে পারে, সেই শ্রেষ্ঠ নট বা নটী ব'লে খ্যাতিলাভ করতে সমর্থ হয়। যে নাটকের অভিনয় করবার জন্য আমরা প্রস্তুত, সে নাটকের রচয়িত্রী স্বয়ং সরস্বতী। উর্ব্বশী তার প্রধানা নায়িকা, তোমরা উর্ব্বশীকেও সঙ্গে নিও।

৩য় অ। দেব, উর্ব্বশী কুবের-ভবনে গেছে; আমরা মর্ত্ত্যে যাবার পূর্ব্বে তাকে সংবাদ দিয়ে যাব, যাতে আমাদের সঙ্গে সে মিলিত হয়। কিন্তু দেব, আমার একটি নিবেদন—

ভরত। কি বল?

৩য় অ। আমরা নন্দনচারিণী, আপনার শিষ্যা, মর্ত্ত্যে গিয়ে আমরা বিশেষ কি শিক্ষালাভ করবো?

ভরত। যে নারায়ণ নন্দনের সৃষ্টি করেছেন, মর্ত্ত্যও তাঁরই সৃষ্ট; সুতরাং মর্ত্ত্য কখনও উপেক্ষণীয় নয়। স্বর্গে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ; মর্ত্ত্য সুখ-দুঃখ-জড়িত। স্বর্গে শুধু দেবতার বাস—মর্ত্ত্য দেবতা ও মানব উভয়েরই লীলাভূমি। ধরিত্রী নিখিল নাটকের জননী। আমার ইচ্ছা, তোমরা মর্ত্ত্যে গিয়ে মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে এস।

১ম অ। দেব, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা সফল-মনোরথ হয়ে ফিরে আসি।

(সকলের প্রণাম)

ভরত। স্বস্তি!

[অপ্সরাগণের প্রস্থান।

সর্ব্ব-রসের আধার নারায়ণ সকলের মঙ্গল করুন।

নারদের প্রবেশ

আসুন, আসুন, দেবর্ষি আসুন। কি সৌভাগ্য! হঠাৎ এ দাসের আশ্রমে?

নারদ। অকল্যাণ করবেন না, অকল্যাণ করবেন না। আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনি বিনয়ের ভাব দেখাতে গিয়ে আমার অকল্যাণ করবেন না।

ভরত। বটে! বটে! বয়োজ্যেষ্ঠ বটে! যাক, কে জ্যেষ্ঠ, সে বিচারে আর প্রয়োজন নাই। উপস্থিত, কি মনে ক'রে শুভাগমন?

নারদ। বহুদিন নাটকাদির অভিনয়-দর্শন-সুখে বঞ্চিত আছি। শুনলেম সম্প্রতি স্বর্গে নাকি "লক্ষ্মী-স্বয়ংবর" নাটকের অভিনয় হবে। আপনিই তার আচার্য্য। তাই সন্ধান নিতে এলেম, কবে সে সৌভাগ্য হবে।

ভরত। শিক্ষাদান কার্য্য শেষ হয়েছে; যেটুকু বাকী ছিল, তা পূর্ণ করবার জন্য অপ্সরাদের সহিত প্রধানা নায়িকা উর্ব্বশীকে আজ মর্ত্ত্যভূমে পাঠালেম। স্বর্গে মহা আয়োজন হচ্ছে, দুই এক দিনের মধ্যেই বোধ হয় অভিনয় হবে। সে সভায় দেবর্ষির মত রসজ্ঞ শ্রোতা পেলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করব।

নারদ। ও—অপ্সরারা তাই গাইতে গাইতে বিমান আলো ক'রে চলেছে দেখলেম। যাই, একটা কাজ পাওয়া গেল। আমিও ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ ক'রে আসি। স্বাদু দ্রব্য একাকী আস্বাদন নিষিদ্ধ।

ভরত। (স্বগতঃ) দেখ, আবার না কোন বিভ্রাট ঘটায়! শুভকর্ম্মের সূচনায় নারদের প্রবেশ—পরিণাম কি হয় কে জানে! (প্রকাশ্যে) আপনার আর কষ্ট ক'রে নিমন্ত্রণের ভার গ্রহণ করবার প্রয়োজন দেবরাজই সে কার্য্য সম্পন্ন করবেন।

নারদ। না—না, এর আর কষ্ট কি? বাহন অনেক দিন নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে।

ভরত। হাঁ, স্বর্গে তো আর ধান ভান্‌বার প্রয়োজন হয় না।

নারদ। (স্বগতঃ) আবার ঠাট্টা করা হচ্ছে। আচ্ছা, আমারও নাম নারদ! (প্রকাশ্যে) হাঁ হাঁ, ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন। ধান্য সর্ব্বত্রই মহার্ঘ—কি স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে। ইচ্ছা থাকলেও সহজে কারো ভান্‌বার উপায় নাই। তবে আসি, নমস্কার।

ভরত। নমস্কার।

নারদ। (স্বগতঃ) দিই একটু রগড় বাধিয়ে। বৃদ্ধ ঋষি চির-জীবন রস-শাস্ত্রেরই আলাপ করেছেন—আঁর রস-শেখর হলেন আমার জীবন! অভিনয়-বিদ্যায় আমিই কি কম পটু?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৈত্যপুরী

কেশী দৈত্য ও অনুচরবর্গ

কেশী। দেবাদিদেব মহাদেব আদেশ করেছেন, প্রত্যহ একটি ক'রে নরবলি দিতে হবে। এইরূপে লক্ষ নরবলি সম্পূর্ণ হলে, লক্ষ নরকপালে ভূতনাথের পূজা সম্পন্ন হবে। এই মহাপূজায় সিদ্ধিলাভ করলে কেহ আমার সমকক্ষ থাকবে না। আমি সহজে ইন্দ্রকে পরাস্ত ক'রে স্বর্গ অধিকার করতে পারব।

১ম অনু। আদেশ করুন, একদিনেই লক্ষ নরবলি নিষ্পন্ন করি। একলাখ মানুষ মারতে আর কতক্ষণ? ভেড়ার পাল বই তো নয়!

কেশী। না না, পূজার সে নিয়ম নয়। লক্ষ দিনে লক্ষ নরবলি চাই।—স্বয়ম্ভুর এই আদেশ। তুমি মর্ত্ত্যে হেমকূটের নিকটবর্ত্তী স্থানে ঘোষণা ক'রে দাও—

প্রত্যেক গৃহস্থ যেন বলি দেবার জন্য একজন ক'রে মানুষ যজ্ঞ-ভূমে পাঠিয়ে দেয়। আমি স্বহস্তে বলি দিয়ে ইষ্টদেবের আরাধনা ক'রব।

মন্ত্রী। বেশ, আমি চল্লেম; আপনার ইচ্ছানুরূপ বলির ব্যবস্থা করিগে।

[প্রস্থান।

দৈত্য। (নেপথ্যে) মহারাজ বিশেষ কার্য্যের জন্য নিভৃতে আছেন, এখন সেখানে কারও যাওয়া নিষেধ।

নারদ। (নেপথ্যে) ওরে বেটারা, আমি "কেও কেটা" নই, আমি বুড়ো বামুন, আমার সর্ব্বত্র অবাধ গতি। আমায় আটকায় কে?

নারদের প্রবেশ

কেশী। আসুন আসুন—বেটারা লোক চেনে না। কাকে আটকাতে কাকে আটকায়। যাও যাও, তোমাদের প্রয়োজন নাই। এঁকে চেন না? ইনি দেবর্ষি নারদ, ইনি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

নারদ। এই বল তো বাবা, বল তো। বেটারা সব অপোগণ্ড, আমায় আটকাতে চায়!

কেশী। দেবর্ষি, ওরা অজ্ঞ, ওদের কথা ধ'রবেন না। কি মনে ক'রে শুভাগমন হয়েছে, বলুন?

নারদ। মনে ক'রে আর কি বাবা, অনেক দিন দৈত্যপুরীতে আসিনি; এদিকে এসেছিলেম, ভাবলেম একবার মহারাজের খবরটা নিয়ে যাই। আমার তো জান বাবা, কোন দ্বেষভাব নাই, আমোদ ক'রে বেড়াই। আমার দেব, দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষ, সবই সমান।

কেশী। হাঁ, আমাদের প্রতি আপনার বিশেষ অনুগ্রহ।

নারদ। আর বাবা, বিশেষের পরিচয় কিছু তো দিতে পাল্লেম না। তবে আর অনুগ্রহটা কি বল?

কেশী। দেখুন, দেবতা নর গন্ধর্ব্ব সকলেই আমাদের ঘৃণা করে। এক দেখি আপনিই আমাদের স্নেহ করেন, খোঁজ খবর নেন; এই আমাদের যথেষ্ট ভাগ্য।

নারদ। হাঁ, ঐ ঘৃণা করে! বিশেষতঃ ঐ দেবতাদের বড় বাড়, বড় বাড়। ভাগ্যে সমুদ্র-মন্থনে অমৃত উঠেছিল, তাই না খেয়ে এত আস্ফালন—অমর! ওঃ—এ আর সহ্য হয় না বাবা, এ আর সহ্য হয় না।

কেশী। আজ্ঞে, আমিও এবার তার উপায় করেছি।

নারদ। করেছ নাকি বাবা, করেছ নাকি? বল তো বাবা, কি করেছ? বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। তাই তো বলি।

কেশী। কঠোর তপস্যায় ধূর্জ্জটিকে সন্তুষ্ট ক'রে, আমি তাঁর নিকট হ'তে গৌরীপাদ-প্রসূত "সঙ্গমন" মণি লাভ করেছি এবং তিনি আমাকে কৃপা ক'রে ইন্দ্রত্বলাভের সন্ধান ইঙ্গিত করেছেন।

নারদ। পেয়েছ নাকি বাবা? পেয়েছ নাকি? সঙ্গমন মণি? এ মণি যে অতি দুর্লভ! ত্রিলোকের মধ্যে আর কারো নিকট নাই। এ মণি এক প্রকার কল্পতরুবিশেষ বল্লেই হয়।

কেশী। আজ্ঞে হাঁ। তিনি কৃপা ক'রে সেই দুর্লভ মণি আমায় দান করেছেন। আর বলেছেন, লক্ষ নরবলি দিয়ে যজ্ঞ করলেই আমি অমর হব। তখন ইন্দ্রকে পরাজিত ক'রে স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করা আমার পক্ষে অতি সহজ হবে।

নারদ। তবে আর তোমার ইন্দ্রত্ব ঘোচায় কে? বেশ হয়েছে বাবা, বেশ হয়েছে। ভারি মজার সুযোগও সামনে এসেছে। উর্ব্বশীকে দেখলেম, স-সহচরী মর্ত্ত্যের দিকে আসছে। আটকাও বাবা, আটকাও—মাঝ পথে আটকাও। সেই দু'দিন বাদে যখন তুমি সভা আলো ক'রে বসবে, তখন তো তোমার সামনে তাকে নাচতেই হবে। আগে থাকতে মহলা দিইয়ে নাও। তোমার ইন্দ্রত্ব ঘোচায় কে?

কেশী। আজ্ঞে, আপনি উর্ব্বশীকে কোথায় দেখলেন?

নারদ। দেখিনি বাবা, দেখিনি। ওটা কেমন স্ফূর্ত্তির মুখে বেফাঁস ব'লে ফেলেছি। শুনেছি, সে মর্ত্ত্যে আসছে।

কেশী। আপনি আজ আমার মহা উপকার করলেন। উর্ব্বশী স্বর্গের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। আমি উর্ব্বশীকে হরণ ক'রে ইন্দ্রকে দেখাব যে সুন্দরী বীরভোগ্যা।

নারদ। এই তো কথার মত কথা! যাও বাবা, যাও, আর দেরী কোরো না। ছুঁড়ীর ভারি দেমাক। একবার নিয়ে এস ধ'রে—তোমার দৈত্যপুরী আলো হ'ক। (স্বগতঃ) ভরত, তোমার নাটকাভিনয়ের গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে তবে যাব। (প্রকাশ্যে) তবে আসি বাবা, তোমার কল্যাণ হ'ক।

কেশী। আজ্ঞে চলুন, আমিও আর বিলম্ব করবো না। আপনি আজ আমার মহা উপকার করলেন।

নারদ। আরে বাবা, উপকার করতেই তো আছি। তবু ত্রিলোকে আমার অপবাদ আমি ঝগড়াটে! হাত্তোর ভাল হ'ক! হরি হে, তুমিই সত্য—আর সবই অসার!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হেমকূট-পর্ব্বত

অপ্সরাগণ

গীত

এসেছি হাওয়ায় ভেসে মিশিয়ে হাওয়ায় হাওয়ার প্রাণ।
হাওয়ার সুরে গাইব আজি নতুন সুরের নতুন গান॥
অমরার মন-হরা ফুল ফুটেছে ধরায়,
মন সৌরভে মাতায়,
যৌবনে বান ডেকেছে রূপের লহর বইছে উজান॥
কুহু-স্বরে আকুল করে থাকে না আর নারীর মান॥

রম্ভা। ওলো, দেখ দেখ, সখী চিত্রলেখা অমন ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে আসছে কেন?

মেনকা। কি জানি, কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

রম্ভা। কোন বিপদ হয়নি ত?

চিত্র। (নেপথ্যে) সর্ব্বনাশ হ'ল—সর্ব্বনাশ হ'ল! সখি—সখি—

চিত্রলেখার প্রবেশ

রম্ভা। কি হ'য়েছে চিত্রলেখা, কি হ'য়েছে বোন?

চিত্র। সখি, সর্ব্বনাশ হয়েছে। উর্ব্বশীর সঙ্গে আমি কুবের-ভবন থেকে ফিরছিলেম, পথে শুনলেম, তোমরা মর্ত্ত্যে বেড়াতে এসেছ। আমরাও স্বর্গে না গিয়ে মর্ত্ত্যের দিকে নামলেম। পথে হিরণ্যপুরবাসী দুষ্ট কেশী দৈত্য হঠাৎ এসে উর্ব্বশীকে আক্রমণ করলে। সখী শূন্যপথে প্রায় সংজ্ঞাশূন্যা। আমি এখানে পালিয়ে এসেছি।

রম্ভা। ভাই ত—কি হবে? দেবরাজ ইন্দ্রকে কে সংবাদ দেবে? দৈত্যের আক্রমণ থেকে কে প্রিয়সখী উর্ব্বশীকে উদ্ধার করবে?

চিত্র। কোন্ মুখ নিয়ে স্বর্গে ফিরব? এ মর্ত্ত্যে কি এমন কেউ নেই যে সখীকে আমাদের দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার করে?

রম্ভা। নির্জ্জন পর্ব্বত—জনমানবশূন্য! বিমানচারী কে এখানে আছে যে আমাদের সহায় হবে? স্বর্গে ফিরে গিয়ে দেবরাজকে সংবাদ দেওয়া ভিন্ন কোন্ উপায় নেই।

উর্ব্বশী। (নেপথ্যে) কে কোথায় আছ, রক্ষা কর! দেবতা,

গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ—কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা কর—দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য আমায় আক্রমণ ক'রেছে!

কেশী। (নেপথ্যে) কে আছ এস, কেশী দৈত্যের নাম শুনে ভয়ে পালিও না!

উর্ব্বশী। রক্ষা কর, রক্ষা কর!

চিত্র। ঐ সখীর আর্ত্তস্বর—ঐ দৈত্যের বিকট হুঙ্কার! সত্যই কি কেউ নেই যে, স্বর্গের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য-সম্পদ দৈত্য কবল হ'তে উদ্ধার করে? পৃথিবী কি সত্যই বীরশূন্য!

বিক্রম। (নেপথ্যে) চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা এখনও জীবিত। পৃথিবী বীরশূন্য, এও কি সম্ভব? দৈত্য-নিপীড়িত কে পরিত্রাণ ভিক্ষা ক'র্‌ছে?

রাজা বিক্রমদেবের প্রবেশ

রম্ভা। সূর্য্যের ন্যায় তেজসম্পন্ন কে ইনি?

চিত্র। শুনলে না, নিজেই ত' পরিচয় দিলেন, চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরূরবা!

বিক্রম। সুন্দরিগণ! তোমরা ভয়বিহ্বলা হ'য়ে পরিত্রাণ ভিক্ষা করছ কেন? কি হ'য়েছে?

চিত্র। নরশ্রেষ্ঠ! কথার সময় নেই, আপনাকে যোগ্য মর্য্যাদা দেবার অবসর নেই! আমরা নন্দনচারিণী অপ্সরা, মর্ত্ত্যে

বেড়াতে এসেছিলেম। রূপগর্ব্বিতা লক্ষ্মীর প্রত্যাখ্যান-স্বরূপা, স্বর্গের যিনি অলঙ্কার, সেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুন্দরী উর্ব্বশী—কেশী দৈত্য কর্ত্তৃক বন্দী হ'য়েছে। মহেন্দ্র এ সংবাদ জানেন না, কে তাঁকে উদ্ধার ক'র্‌বে ;

বিক্রম। এই জন্য তোমরা ভীতা হ'য়েছ ? আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও ; মহেন্দ্র না জানুন, মহেন্দ্রের অনুগত আমি, আমার হস্তে ধনুর্ব্বাণ থাকতে, কেশী দৈত্যের কি স্পর্দ্ধা যে, সে উর্ব্বশীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাবে ? তোমরা অদূরে গন্ধর্ব্বরাজের উদ্যানে অবস্থান কর। আমি নিমেষে কেশী দৈত্যকে পরাস্ত ক'রে তোমাদের সখীকে তোমা-দের হাতে সমর্পণ ক'র্‌ব !—সারথি—

সারথির প্রবেশ

আমার সোমদত্ত রথ শূন্যপথে পরিচালনের ব্যবস্থা কর !

[উভয়ের প্রস্থান।

চিত্র। এঁর আকৃতি দেখে বোধ হ'চ্ছে, ইনি সর্ব্ববিজয়ী, দেবরাজের সমযোগ্য ! এঁর বাক্যে নির্ভর ক'রে চল, আমরা গন্ধর্ব্বোদ্যানে অবস্থান করি গে !

রম্ভা। সৌভাগ্য যে, আমরা হঠাৎ রাজর্ষির সাহায্য পেলেম।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

শূন্য পথ

উর্ব্বশী শূন্যে পলায়মানা, কেশী-দৈত্য তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

উর্ব্বশী। সত্যই কি দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য আমায় হরণ ক'র্‌বে? হে সূর্য্য, হে চন্দ্র, হে দেবরাজ ইন্দ্র, সত্যই কি তোমাদের চিরদাসী দৈত্য-করস্পর্শে কলঙ্কিত হবে? কেউ কি অভাগিনীকে উদ্ধার ক'রতে আসবে না?

কেশী। সুন্দরি! দৃঢ় কর-নিপীড়নে ব্যথা পাবে ব'লে শিথিল হস্তে তোমায় ধরেছিলেম, তাই পলায়নের সুযোগ পেয়েছ। কিন্তু বৃথা! স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে এমন কেউ নাই যে, আমার নিকট হ'তে তোমায় উদ্ধার ক'রবে! কেন ভয় পাচ্ছ? কেন পালাচ্ছ?

উর্ব্বশী। হে বায়ু, আমার সহায় হও! ঝটিকার বেগে আমার গতি বৰ্দ্ধিত কর। দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য যেন আমায় আর না স্পর্শ করিতে পারে।

কেশী। সুন্দরি! দেখতে পাচ্ছ না, বায়ু ভয়ে নিশ্চল! যে নিজে হতশক্তি, সে তোমার কি সাহায্য করিবে? তোমার অনুনয় বৃথা!

উৰ্ব্বশী। দুর্ব্বৃত্ত, আমায় স্পর্শ করিসনি—স্পর্শ করিসনি!

রথারূঢ় রাজা বিক্রম দেবের প্রবেশ

বিক্রম। সাবধান! ভয়ে বায়ু হতশক্তি হ'তে পারে, কিন্তু এই কর-নিক্ষিপ্ত শর দৈত্য-প্রাণনাশে যথেষ্ট শক্তি ধারণ করে! সুন্দরি! ভয় নাই, আমি জীবিত থাকতে কার সাধ্য যে তোমার ঐ বরাঙ্গ স্পর্শ করে!

পঞ্চম দৃশ্য

গন্ধর্ব্বোদ্যান

চিত্রলেখা ও অপ্সরাগণ

চিত্র। মেঘদল মথিত ক'রে যখন রাজার রথ আকাশপথে উঠতে লাগল, তখন মনে হ'ল, রথ চক্রহীন—বিদ্যুতের রেখা যেন শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রম্ভা। ইনি যে সখীকে উদ্ধার করতে পারবেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। যথার্থই এঁর বিক্রম দেবরাজের তুল্য।

মেনকা। এমন রথের গতি যাঁর, তাঁর জয় নিশ্চয়। এস, যতক্ষণ না রাজর্ষি ফিরে আসেন, আমরা তাঁর জয় প্রার্থনা করি।

গীত

বর্ষিব আশীষ ধারা হে ত্রিদিব ঈশ্বর।
দৈত্য দলনে যায় ধরণী অধীশ্বর॥
নিখিল বীর্য্য কিরণে ঢাকরে তমোহর হে সূর্য্য!
কর বরীয়ান্, কর গরীয়ান্, সুরললনা উদ্ধারে চলেছে আর্য্য;
বায়ু দেহ গতি, বরুণ শকতি, দীপ্তি দেহ হে চন্দ্র।
বিজয়-শঙ্খ উঠুক গর্জ্জিয়া তুচ্ছ করিয়া মেঘ-মন্দ্র,
দেহ অভয় অভয়া, বরাভয়করা, দেহ জয় মহেশ্বর॥

বসন্তকের প্রবেশ

বসন্তক। এখানে তো দেখছি একদল স্ত্রীলোক ঘুরপাক খাচ্ছে। এরা কারা? মরি! মরি! এমন রূপ তো কখনো দেখিনি! এরাই কি মহারাজকে ভুলিয়ে নিয়ে এল নাকি? না, গতিক ভাল নয়। অনেকবার তো মহারাজের সঙ্গে মৃগয়ায় এসেছি, কিন্তু এমন ছাড়াছাড়ি তো কখনো হয় নি! সুমিষ্ট রম্ভার কাঁদী দেখে লোভ সংবরণ করতে পারলেম না, রথ থেকে নেমে কদলীবনের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ক্ষুধার বিরহ নিবৃত্তি করতে গেলেম, আর মহারাজও কদলী দেখালেন। এখন উপায় কি? কোথায় খুঁজি?

চিত্র। ওলো, দেখ্ দেখ্, এ আবার কোথা থেকে কে এল?

রম্ভা। বোধ হয় মহারাজের সহচর। তুমি কে গা? এখানে কাকে খুঁজছ?

বসন্তক। (স্বগতঃ) তাই ত, রকম-সকম দেখে কে আমি, তাই যে ভুলে যাচ্ছি। এ যে রূপের গাদী! এর চেয়ে যে আমার কলার কাঁদী ছিল ভাল! (প্রকাশ্যে) খুঁজছি কাকে? তা—তোমাদের কাউকে ব'লে বোধ হয় খুসী হও—কি বল?

চিত্র। আমাদের কাউকে? তবে আমাকে নয় তো?

বসন্তক। ত — —   ে বয়েস কত ?

চিত্র। আরে ছ্যাঃ—কোথাকার বেরসিক ? এ কি পুরুষ যে বয়েসের খোঁজ নিচ্ছ ? মেয়েমানুষ যে কোন্ কালেই বয়েসের ধার ধারে না, তা বুঝি জান না ?

বসন্তক। বটে ? তা হ'লে কালাতীত সুন্দরি ! আপনি কে ?—আমাদের মহারাজকে কি এই দিকে দেখেছেন ?

চিত্র। কে তোমাদের মহারাজ ? চন্দ্রবংশীয় অমিতবিক্রম পুরূরবা কি ?

বসন্তক। ওঃ ! এ যে ঠিকুজী কুষ্ঠী সব জেনে ব'সে আছে দেখছি। তাহ'লে আপনি শুধু কালাতীত নন—ত্রিকালজ্ঞ !

রম্ভা। আজ্ঞে, মহর্ষিবিশেষ বল্লেই হয় ! আমরা ওঁর শিষ্যা।

বসন্তক। বুঝতে পেরেছি। মদনের তপস্যায় ইনি যে মহর্ষিত্ব লাভ করেছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। ওঃ, আগে থাকতেই সব জোটপাট ছিল, তাই মহারাজ আমায় কলা-বুনে নামিয়ে দিয়ে স'রে পড়লেন। তা মহর্ষি-সুন্দরি ! এতক্ষণ তো বেশ রসালাপ হ'ল, এখন বলুন দেখি, মহারাজ কোথায় বিশ্রম্ভালাপ করছেন ?

চিত্র। তোমাদের মহারাজ সম্প্রতি দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

বসন্তক। দৈত্য ?

চিত্র। হাঁ, কেশী দৈত্য।

বসন্তক। এই সারলে রে!

চিত্র। ভয় পাচ্ছ কেন ব্রাহ্মণ, ভয় কি? আমরা থাকতে তোমার কোন ভয় নাই।

বসন্তক। তা বুঝতে পেরেছি। তোমাদের মতন যখন মোলায়েম অভিভাবক জুটেছে, তখন ভয় দেশ-ছাড়া হয়েছে; ভয়ের কথা বলছিনি, এখন খুলে বল দেখি, ব্যাপারখানা কি? সত্যই মহারাজ কোথায়?

রম্ভা। সখি, দেখ দেখ, দূরে ঐ মেঘদলের মধ্যে মহারাজের রথ দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় তিনি বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরছেন না।

চিত্র। ব্রাহ্মণ! ঐ দেখ, তোমাদের মহারাজের সোমদত্ত রথের হরিণপতাকা দেখা যাচ্ছে।

বসন্তক। তাই তো, অবাক্ করলে যে! এরি মধ্যে একটা কাণ্ড হয়ে গেল! বাবা, যেখানে মেয়েমানুষ সেইখানেই কি যত হাঙ্গাম? এই যে মহারাজকে দেখা যাচ্ছে; কিন্তু গায়ে বিদ্যুৎ ঝলকের মত ও কি জলছে! স্বর্গ থেকে বিজয়শ্রীকে বরণ ক'রে আনছেন নাকি? বা—বা—এ যে অপূর্ব্ব সুন্দরী! মহারাজের স্কন্ধলগ্না কোন শাপভ্রষ্টা দেবকুমারী কি?

উর্ব্বশীকে লইয়া রথারূঢ় বিক্রমদেবের
শূন্য হইতে অবতরণ।

চিত্র। (অগ্রসর হইয়া) সখি, সখি, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, আর ভয় নেই—দৈত্য পরাজিত হয়েছে,—তুমি নিরাপদ।

রাজা। (স্বগতঃ) সরস পরশে এঁর
কণ্টকিত তনু মমর্ণশহরে পুলকে।
মনে হয়,
কল্পাবধি রহুক এমনি
স্কন্ধলগ্না বিবশা রূপসী ;
পদ্মগন্ধ সুরভি নিঃশ্বাস
কল্পাবধি করুক উদ্‌ভ্রান্ত মোরে ;
পৃষ্ঠদেশে বিচূর্ণ কুন্তল
মৃদু মন্দ সঞ্চালিত সমীর-হিল্লোলে
ইঙ্গিতে করুক কথা ;
ব্যথা-হর ফুল-শর অঙ্গে অঙ্গে মোর
কল্পাবধি করুক এমনি
মদনের অঙ্কুর রোপণ !

বক্ষে মোর প্রেম-স্পর্শমণি—
স্বর্গের সুষমা হায় স্মর-মনোহারী।

চিত্র। কি হবে? নিঃশ্বাস পড়ছে বলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, সখীর আমাদের এখনো প্রাণটুকু আছে। কিন্তু এখনও তো চৈতন্য হচ্ছে না!

রাজা। অত্যন্ত ভয় পেয়েই ইনি এমন হয়েছেন।

বিকচ কুসুম সম কোমল হৃদয়,
ঘন ঘন দুরু দুরু করিছে কম্পন,
উচ্চ কুচযুগ হের উত্থানে পতনে
প্রকাশিছে শুদ্ধ মাত্র ভয়ের লক্ষণ।

চিত্র। সখি উর্ব্বশি! প্রকৃতিস্থা হও, আর ভয় নেই। কি আশ্চর্য্য! তুই যে অপ্সরা, তা কি একেবারেই ভুলে গেলি?

রাজা। এই যে তোমাদের সখীর চৈতন্য হচ্ছে।

উর্ব্বশী। ধ্যানপ্রভাবে জানতে পেরে মহেন্দ্র কি আমায় উদ্ধার করেছেন সখি?

চিত্র। মহেন্দ্র সদৃশ এই মহানুভব রাজাই তোমায় উদ্ধার করেছেন সখি।

উর্ব্বশী। (স্বগতঃ) এ কি! এঁকে দেখে আমার বুক কেঁপে

উঠল কেন? (প্রকাশ্যে) সখি, তোমাদের কোন অমঙ্গল হয় নি ত?

রম্ভা। সমস্ত মঙ্গলের নিদান মহারাজের অনুগ্রহে আমাদের কোন অমঙ্গল হয় নি সখি।

(রথ হইতে উর্ব্বশীর অবতরণ)

রাজা। ধীরে চ'লে যায়—ফিরে ফিরে চায়,
সচকিত লাজে নত সফরী-নয়ন।
রক্ত-মণি-দীপ্ত গণ্ডে কি মাধুরী মরি,
মুনি-মন অনায়াসে করে সে হরণ।
স্বর্ণ-শৈল-শিলা-সম নিতম্ব বিশাল,
গুরুভার উরু যেন বহনে অক্ষম।
ক্ষীণ কটিতট-প্রান্ত লতার সমান,
উচ্চ গিরিচূড় কি গো ধারণে সক্ষম?
নিটোল ললাটপটে আধ চন্দ্র আঁকা,
নিয়ে তার রেখাঙ্কিত ফুল-ধনু বাঁকা।
নির্জ্জনে গড়েছে বিধি সুষমার সার,
কোথায় মিলিবে বল স্থল উপমার।

চিত্ররথের প্রবেশ

চিত্ররথ। আমাদের পরম সৌভাগ্য আপনি নিজ বিক্রম-প্রভাবে আমাদের প্রভুর মহা উপকার করেছেন।

রাজা। এ কি! কি সৌভাগ্য আমার যে, গন্ধর্ব্বরাজের দর্শন লাভ করলেম।

চিত্ররথ। কেশীদৈত্য উর্ব্বশীকে হরণ করেছে, মহর্ষি নারদের মুখে দেবরাজ এ সংবাদ অবগত হন্। তাকে উদ্ধার করবার ভার গন্ধর্ব্ব-সেনাকেই প্রদান করেন; কিন্তু বিমানচারীদিগের মুখে আপনার বিজয়বার্ত্তা শুনে এক্ষণে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন; এবং আমাকে দিয়ে তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

রাজা। কেশী দৈত্যকে আমি পরাস্ত করেছি, সে তো মহেন্দ্রেরই গৌরব, কেন না, আমি তাঁর অনুগত। পার্ব্বতকন্দর হ'তে সিংহ-গর্জ্জনের যে প্রতিধ্বনি ওঠে, তাই শুনে মত্ত মাতঙ্গ প্রাণভয়ে পলায়।

চিত্ররথ। পণ্ডিতেরা বলেন, বিনয়ই বিক্রমের অলঙ্কার; মহারাজই তার প্রমাণ। আর একটি কথা। আজ হ'তে তৃতীয় দিবসে স্বর্গে দেবী সরস্বতী-প্রণীত "লক্ষ্মী-স্বয়ংবর" নাটকের অভিনয় হবে; উর্ব্বশী প্রধানা নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করবে; সে অভিনয় দর্শনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

রাজা। অধমের প্রতি দেবরাজের বিশেষ অনুগ্রহ; কিন্তু সখা, গুরুতর রাজকার্য্যের জন্য সে অভিনয় দর্শনের সুখ

থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে হ'ল। মহেন্দ্রকে বলবেন, তাঁর চরণে আমার স-প্রণিপাত নিবেদন, তিনি ক্ষুণ্ণ না হন।

চিত্ররথ। বেশ, এ তো আপনারই উপযুক্ত কথা, যাঁরা সাধু যাঁরা মহৎ, তাঁরা উৎসবে কি ব্যসনে কখন কর্ত্তব্য কাজ হ'তে বিরত হন না। (অপ্সরাদের প্রতি) তোমরা এস, আমি রথ সজ্জিত করি গে।

[প্রস্থান।

উর্ব্বশী। (জনান্তিকে) সখি, তুই আমার হ'য়ে মহারাজকে সংবর্দ্ধনা কর, আমি লজ্জায় কথা কইতে পারছি নি।

চিত্র। মহারাজ, আমাদের সখী উর্ব্বশী বলছেন আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন, তা বিস্মৃত হব না। সখি, চল, দেবরাজ উৎকণ্ঠিত হয়ে আমাদের অপেক্ষা করছেন।

উর্ব্বশী। (কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া) ওলো, এই লতায় আমার একাবলী হার জড়িয়ে গেছে, খুলে দে না ভাই।

চিত্র। (হাসিয়া) যে রকম জড়িয়েছে, এ কি আর সহজে খুলবে?

রাজা। (স্বগতঃ) লতা আজ আমার পরম উপকার করলে!

ক্ষণেকের জন্য এই মনোমোহিনীর আনত আনন আজ একবার দেখবার সুযোগ হ'ল।

রম্ভা। কি লো, যাবি, না এখানে আটকে থাকবি?

উর্ব্বশী। কবে তোমাদের অবাধ্য হয়েছি বল? চল (স্বগতঃ কিন্তু আমার প্রাণ এখানে পড়ে রইল, শুধু দেহটাই ফিরে চললো।

রাজা। (স্বগতঃ) আর কি কখনো এই ত্রিদিবসুন্দরীর দেখা পাব?

চিত্র। (স্বগতঃ) উভয়েরই সলজ্জ ভাব দেখে মনে হচ্ছে, মদন উভয়কেই শর-বিদ্ধ ক'রেছে। কি হয়, কে জানে?

চিত্ররথ। (নেপথ্যে) রথ প্রস্তুত, তোমরা সকলে এস।

চিত্র। (বসন্তকের প্রতি) তুমি যে বড় কথা কইছ না? তোমার মহারাজকে তো পেলে, এখন আমাদের বিদায় দাও।

বসন্তক। ধ'রে রেখেছিলেম কবে, যে বিদায় দেব? আর মহারাজকে পেলেম কি হারালেম, তা তো বুঝতে পাচ্ছিনি।

রাজা। ও সখা! তুমি এখানে কতক্ষণ এসেছ?

বসন্তক। সেটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না মহারাজ! আগা গোড়া

রকম সকম দেখে বুঝতে পাচ্ছিনি যে আমি জেগে আছি কি ঘুমুচ্ছি! এ সব স্বপ্ন না সত্য!

চিত্র। বাড়ী গিয়ে ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো, তা হ'লে বুঝতে পারবে, স্বপ্ন না সত্য।

বসন্তক। ব্রাহ্মণী থাকলে কি বনে আস্‌তে ছেড়ে দেয়, ব্রাহ্মণীর হয়ে তুমিই না হয় ব'লে দাও।

চিত্র। যদি আর কখন দেখা হয়, তখন বলব। চল্‌ লো চল্‌।

রাজা। সখা, চল, আমরাও যাই, আর এখানে অপেক্ষায় ফল কি?

বসন্তক। চলুন, কিন্তু ভয় হচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে এখানে না আসতে হয়।

রাজা। কেন?

বসন্তক। মদনের দৌরাত্ম্যে।

রাজা। (স্বগতঃ) সখা মিথ্যা বলেন নি। আমি যাচ্ছি. কিন্তু আমার মন তো উর্বশীর সঙ্গ ছাড়ল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

ক্ষণেকের জন্ম এই মনোমোহিনীর আনত আনন আর একবার দেখবার সুযোগ হ'ল।

রম্ভা। কি লো, যাবি, না এখানে আটকে থাকবি?

উর্ব্বশী। কবে তোমাদের অবাধ্য হয়েছি বল? চল (স্বগতঃ) কিন্তু আমার প্রাণ এখানে পড়ে রইল, শুধু দেহটাই ফিরে চললো।

রাজা। (স্বগতঃ) আর কি কখনো এই ত্রিদিবসুন্দরীর দেখা পাব?

চিত্র। (স্বগতঃ) উভয়েরই সলজ্জ ভাব দেখে, মনে হচ্ছে, মদন উভয়কেই শর-বিদ্ধ ক'রেছে। তারপর কি হয়, কে জানে?

চিত্ররথ। (নেপথ্যে) রথ প্রস্তুত, তোমরা সকলে এস।

চিত্র। (বসন্তকের প্রতি) তুমি যে বড় কথা কইছ না? তোমার মহারাজকে তো পেলে, এখন আমাদের বিদায় দাও।

বসন্তক। ধ'রে রেখেছিলেম কবে, যে বিদায় দেব? আর মহারাজকে পেলেম কি হারালেম, তা তো বুঝতে পাচ্ছিনি।

রাজা। ও সখা! তুমি এখানে কতক্ষণ এসেছ?

বসন্তক। সেটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না মহারাজ! আগা গোড়া

রকম সকম দেখে বুঝতে পাচ্ছিনি যে আমি জেগে আছি কি ঘুমুচ্ছি! এ সব স্বপ্ন না সত্য!

চিত্র। বাড়ী গিয়ে ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা ক'রো, তা হ'লে বুঝতে পারবে, স্বপ্ন না সত্য।

বসন্তক। ব্রাহ্মণী থাকলে কি বনে আসতে ছেড়ে দেয়, ব্রাহ্মণীর হয়ে তুমিই না হয় ব'লে দাও।

চিত্র। যদি আর কখন দেখা হয়, তখন বলব। চল্ লো চল্।

রাজা। সখা, চল, আমরাও যাই, আর এখানে অপেক্ষায় ফল কি?

বসন্তক। চলুন, কিন্তু ভয় হচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে এখানে না আসতে হয়।

রাজা। কেন?

বসন্তক। মদনের দৌরাত্ম্যে।

রাজা। (স্বগতঃ) সখা মিথ্যা বলেন নি। আমি যাচ্ছি কিন্তু আমার মন তো উর্ব্বশীর সঙ্গ ছাড়ল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

অপ্সরাগণ।— গীত

মান বেঁচেছে ভালোয় ভালোয় প্রাণ নিয়ে ফিরি।

থাকিস্ থাকিস্ সামলে থাকিস্, (মাটীর) হাওয়ায় শেখায় চাতুরী ॥

খোলা প্রাণ সবাই উড়ে যায়,

যদি শেকল পরায় পায়,

এ দেশটা নাকি কেমন কেমন, মদনের দবদবা ভারি—

আমরা অমরার নারী,

অতশত সইতে কি পারি,

থাকবে না জারি (সাধের খেলায়) যদি সাধ ক'রে হারি ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অপ্সরপুরী

উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা

উর্ব্বশী।—

গীত

রূপ লাগিল নয়নে।
কি জানি কি মাধুরী খেলে সে চাঁদ বদনে॥
পরশে শিহরিল অঙ্গ,
পুরুষ-শোর্য্যে অবলা-মান-ভঙ্গ,
কি নব কামনা সখি জাগিল সরল মনে।
সে বিনে আঁধার, হেরি চারি ধার,
হাসি ফুরাল,—বিষাদ ঘেরিল এ মধু জীবনে।

সখিগণের প্রবেশ

গীত

চাঁদ হেসেছে, তাই প্রেমের সাগর উথলে উঠেছে,
কেন সই ভাবছ এমন ?
রূপের ফাঁদে রূপ বেঁধেছে ফুলশর হেনেছে মদন ॥
মন দিয়ে সই মন টেনেছে,
সাধের গাঙে বান ডেকেছে,
নতুন ফুলের বাস ছুটেছে, আমোদ ক'রে বন।
পীরিতির এই তো রীতি, এই বিরহ—এই সে মিলন ॥

[প্রস্থান।

উর্ব্বশী। যাদের হৃদয় নেই, তারাই পরের দুঃখে এমনি আমোদ করে।

চিত্র। সাধ ক'রে তুমি যদি দুঃখ পাও, কে তার জন্তে দায়ী হবে বল ?

উর্ব্বশী। সখি, আমার কিছুই ভাল লাগছেনা। আমি কি ভাবছি জানিস্ ?

চিত্র। কি ?

উর্ব্বশী। তাকে দেখে আমার মন যেমন হয়েছে, তার কি তেমন হ'য়েছে !

চিত্র। এ বয়েস পর্য্যন্ত নিজের মনের কথাই বুঝতে পারলেম না, পরের মন বুঝব কি ক'রে বল ?

উর্ব্বশী। সে কি আমায় ভালবাসে ?

চিত্র যদি না বাসে ?

উর্ব্বশী। গীত

যদি ভাল নাহি বাসে—
জীবনে যৌবনে কি ফল বল, বাঁচিব কি আশে ॥
শিহরে হৃদয় কেন্ন তাঁহারি স্মরণে,
নব অনুরাগ ছবি কেন নয়ন কোণে,
মানস-কাননে কেন প্রণয় কুসুম হাসে,
কেন অকলঙ্ক শশধর সে বয়ানে ভাসে ॥

চিত্র। এ কথার উত্তর দিতে পারে তোমার মন—যে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে! কিন্তু তার আর তোমার মধ্যে ব্যবধানটা বড্ড বড়। স্বর্গ আর মর্ত্ত্য! মাঝ-খানে কেবল ধূ ধূ করছে শূন্য! এ শূন্য পোরাবে কে?

উর্ব্বশী। সখি, তুই আমার একটি উপকার কর্! আমি তাকে চাইনে, কেবল তার মন জানতে চাই; সে আমায় ভালবাসে কিনা শুধু এইটুকু জানতে পারলেই আমার তৃপ্তি! তুই একবার মর্ত্ত্যে যা—তার মন বুঝে এসে আমায় বল, আমি নিশ্চিন্ত হই।

চিত্র। দেখ, কাজটি বড় সোজা নয়। একবার মর্ত্ত্যে গিয়ে

জান তো কি বিপদ ! কেশীদৈত্য ধরলে, কোথা থেকে বিক্রমদেব এসে তোমায় উদ্ধার ক'রলে ; তারপর, তুমি স্বর্গের অপ্সরা—তোমায় নিমিষে পাগল ক'রে চ'লে গেল। আমায় আবার ব'লছ নেই, মর্ত্তে যেতে ! আমি যদি সেখানে গিয়ে কার্ত্তিকে দেখে পাগল হই, তাহ'লে যে আমার ফিরে আসাই দায় হবে। তুমি স্বর্গে ব'সে হা হুতাশ ক'রবে, আর আমি মর্ত্ত্যের শক্ত মাটীতে আছড়া পিছড়া খাব—রাজযোটক হবে আর কি !

উর্ব্বশী। সখি, ঠাট্টা রাখ্, আমি তোকে বলবার আগেই আর একজনকে সেখানে পাঠিয়েছি !

চিত্র। কাকে গো—কাকে ? এর মধ্যে দূতীগিরি ক'রতে কাকে পাঠালে ?

উর্ব্বশী। আমার হৃদয়কে !

চিত্র। তাকে তো ফিরে আসবার জন্যে পাঠাও নি, সেখানে থাকবার জন্যেই পাঠিয়েছ !

উর্ব্বশী। তুই যা, আমার এই উপকারটি কর্ !

চিত্র। বেশ, যাচ্ছি ; কিন্তু ফিরে আসতে যদি বিলম্ব হয়, তোমাদের অভিনয়ে যোগ দিতে পারব না। আচার্য্য কি ব'লবেন ?

উর্ব্বশী। সে ভার আমার। বিলম্ব হবে কেন? ভগবান্ দেবগুরু বৃহস্পতি অপরাজিতা নামে যে "শিখা-বন্ধিনী" বিদ্যা আমাদের শিখিয়েছেন, তাতে দেবদ্বেষী অসুরেরা আর আমাদের কোন অনিষ্ট ক'রতে পারবে না। তুই যা, আর বিলম্ব করিস নি।

চিত্র। কখনো প্রেমও করি নি, প্রেমের দূতীগিরিও করি নি! এ একটা নতুন কাজ হাতে নিয়ে দেখি—পারি কি হারি?

[উভয়ের প্রস্থান।

সখিগণের প্রবেশ

গীত

ওগো ভাল বেসো—বেসো বেসো ভাল।
ভালবাসা মিষ্টি বড়, অন্ধকারে চাঁদের আলো॥
জীবন হ'ত ভাসা ভাসা,
বিহনে লো ভালবাসা,
ভালবাসায় সবই ভাল ঘুচিয়ে দেয় সে মনের কালো॥

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রমোদ কানন

পুরুরবা ও বসন্তক

রাজা। কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছিনি। রাজকার্য্য ভাল লাগে না—অর্থী প্রার্থীর আবেদন নিবেদন বিরক্তিকর ব'লে মনে হয়,—লোকালয় যেন তিক্ত বিষ! এ মনোবিকারে ভাল লাগে কেবল তার চিন্তা। তার সেই ভয়-চকিত নয়ন, সেই সলজ্জ কটাক্ষ, সেই মরালের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গি, সেই ধীর ললিত গতি—যেন কাব্যের ছন্দ, ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহ—

বসন্তক। আজ্ঞে দিগ্‌দাহ,—অন্তরে চোরা সান্নিপাতিকের ঘোর প্রদাহ! ব'লে যান—ব'লে যান, থামলেন কেন? মেয়েমানুষ পুরুষমানুষকে যে এমন বেহুঁস করে, তা ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখিনি—শুনিওনি। আরে ছ্যাঃ! আপনি পুরুষ নামে ঘেন্না ধরিয়ে দিলেন।

রাজা। কি ক'রব বল? মন আমার বশে নয়। সে আমায় মুগ্ধ করেছে। হায়! কেন উর্ব্বশীকে দেখলেম! সে সৌন্দর্য্য প্রতিমার বরাঙ্গ স্পর্শ-সুখ কেন আমায় উদ্ভ্রান্ত ক'রে চ'লে গেল?

বসন্তক। কারণ—সে হয় তো আপনার গরজ অতটা বোঝেনি। আপনি তাকে যখন উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন, তখন তাকে শুনিয়েই দিলেন না কেন—যে "ওগো আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি।"

রাজা। কৈ তখন তো বুঝতে পারিনি যে সে আমায় অমন করেছে।

বসন্তক। সেটা ঠিক বটে! সকাল বেলার সূর্য্য দেখলে বোঝা যায় না যে, দুপুর বেলায় তার অত তেজ হবে, ছাতি মাথায় না দিয়ে আর রাস্তায় বেরোন যাবে না। আমি বুঝতে পারছিনি, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে দেখা, তারি মধ্যে উর্ব্বশী কি ক'রে আপনাকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত—না উদ্বাস্তু করলে?

রাজা। মদন তাঁর ত্রিভুবনজয়ী অব্যর্থ শরে পূর্ব্ব হতেই আমার হৃদয়ে পথ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, উর্ব্বশী দর্শন মাত্রেই সেখানে প্রবেশ লাভ করেছে!

বসন্তক। আর আমারও সঙ্গে সঙ্গে বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়ে হাহাকার উঠেছে।

রাজা। কেন?

বসন্তক। এই আপনার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রন্ধনশালায় কতক্ষণ যায়নি বলুন দেখি? খেতে না পাই, সেখানে পাঁচ রকম রন্ধনের আয়োজন হচ্ছে দেখেও উৎকণ্ঠা কতকটা দূর হ'ত।

রাজা। তুমি যা চাও সে অতি সহজ লভ্য; কিন্তু আমি যা চাই, সে যে অতি দুর্লভ!

বসন্তক। আপনি যেমন উর্ব্বশীকে দেখেছেন, উর্ব্বশীও তো আর চোক বুজে ছিল না? সেও তো আপনাকে দেখেছে?

রাজা। তাতে কি?

বসন্তক। তাতে আমার মনে হয় আপনি তাকে যতটা দুর্লভ বলে ভাবছেন, সে ততটা দুর্লভ হবে না।

রাজা। কিন্তু সখা, সে যে অলৌকিক।

তনু তার মাধবী লতার সম
অতি নম্র নয়ন শোভন;
বর-অঙ্গ—
অলঙ্কারের যেন অলঙ্কার;
বেশ ভূষা প্রসাধন
পরিতৃপ্ত সেই দেহে পাইয়া আশ্রয়,
রতি যেন পতি পাশে সুপ্ত লালসায়।

বসন্তক। তাতো আমিও দেখে বুঝেছি। আমি যেমন বিরূপে অদ্বিতীয় —তিনি সেই রকম রূপে অদ্বিতীয়!

রাজা। সখে সখা, নির্জ্জন প্রদেশ ব্যতীত উৎকণ্ঠিত ব্যক্তির আর দ্বিতীয় আশ্রয় নাই। তুমি রন্ধনশালায় গিয়ে তোমার উৎকণ্ঠা দূর করগে, আমি একাকী তার চিন্তাসুখে মগ্ন হই।

[রাজার প্রস্থান।

বসন্তক। বেঁচে থাকুক আমার রন্ধনশালা! সেখানে কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় যে চখের জল, সে তো ক্ষণিকের, তার শেষ আছে; কিন্তু প্রেম ক'রে যে চখের জল, তার আদিও নেই—অন্তও নেই। একবার ঝ'রুতে সুরু হ'লে চিরজীবন ঝরে! বিরহে হা-হুতাশ, বুঝি আর পাবনা —আর পাবনা; মিলনে হা-হুতাশ, ঐ বুঝি গেল— ঐ বুঝি গেল! চোখের সামনে সদাই রেখেও হা-হুতাশ, বুঝি আর কাওকে ভালবাসে—আর কাউকে ভালবাসে! মান করলে হা-হুতাশ, মনে হ'ল, মন থেকে বুঝি বা স'রে গেছি—সরে গেছি! আর সদাই বুক ঢিপ্ ঢিপ্, বুঝি হেরে গেলুম—হেরে গেলুম! আরে দূর—পিরীতের আগা গোড়াই ঝকমারি! আর

ঝকমারির ওপর ঝকমারি, আদ্যি কাল থেকে—সবাই জানছে—ভূগছে—কিন্তু কেও এ প্রেম করতেও ছাড়ছে না! বিধাতার সৃষ্টির যদি কোন বাহাদুরী থাকে, সব চেয়ে সেরা বাহাদুরী এই দু অক্ষরের শব্দ রচনায়! মদনও যেমনি অতনু, এ প্রেমও তেমনি নিছক হাওয়া! একটা পাগল করা শব্দ তৈরী ক'রে ছেড়ে দিয়েছে, তার না আছে মানে, না আছে মুণ্ডু, কেবল কাণের ভেতর দিয়ে ঢুকে প্রাণটাকে তোলপাড় করে দিচ্ছে! এ বাবা ভেলকীবাজীর ওপর ভেলকীবাজী।

চিত্রলেখার প্রবেশ

চিত্র গীত

কে নেবে প্রাণ?
নয়কো বাসী, পাঁচঘাঁটা সে—টাটকা ফুলের ঘ্রাণ!
রাম ধনুকের রং ফলানো স্বপ্ন দিয়ে গড়া,
ভালবাসার রসাণ দেওয়া—খাস্তা—মিঠে কড়া,
কচি বুকে আটকে রাখা—ঢাকা অভিমান॥
বসন্ত ঘুম ভাঙ্গিয়ে গেছে,
সাধের কুঞ্জে ফুল ফুটেছে,
সামাল সামাল রব উঠেছে—মদন হান-হান বাণ!
যদি কেউ যত্ন জানো—রত্ন চেনো,
আমার এ বিনিমূলের দান॥

বসন্তক। এ আবার কে নতুন ধরণের ফিরিওলী গো? কি ফিরি করতে বেরিয়েছ? খুচরো বেচো, না পাইকিরী?

চিত্র। আমাদের ছটাকে প্রাণ নয় যে খুচরো বেচব! মহাজনে কেনে, মন দরে বেচি।

বসন্তক। গোলা ভর্ত্তি আছে, না হাত পড়েছে?

চিত্র। না—নতুন মরাই বেঁধেছি। কেন, তোমার অত খোঁজে কাজ কি? তোমার চেহারা দেখে বোধ হচ্ছে তুমি তো একজন ফোড়ে; উঠ্‌নো কেনো, উঠ্‌নো বেচো, এ প্রাণের খোঁজে তোমার দরকার কি?

বসন্তক। ফোড়ে আমার দেখলে কোনখান্‌টায়? আমি বাজরায় ক'রে কলাও বেচ্‌ছিনি মূলোও বেচ্‌ছিনি; হাত গুটিয়ে বসে আছি, তুমি চিনলে কি ক'রে যে আমি ফোড়ে?

চিত্র। আমাদের চোখে কষ্টি পাথর আছে; পুরুষের চেহারা দেখলেই বল্‌তে পারি সে ফোড়ে—কি মহাজন—রাং কি সোণা।

বসন্তক। তোমাদের অমন চোখে আগুন ধরে না?

চিত্র। আমাদের চোখে আগুন ধরলে তোমাদের মুখে আগুন ধরাত কে?

বসন্তক। ঠিক ঠিক্, শুধু আমাদের মুখে কেন? ঐ চোখের

আগুনেই তো সৃষ্টি সংসার আগুন ধরিয়ে বেড়াচ্ছ ! আমাদের অমন শান্ত শিষ্ট রাজা,—বাস্,—কবে এক-বার দেখা আর দাউ দাউ করে আগুন ধরা !

চিত্র। কার কথা বল্‌ছ ?

বসন্তক। আরে যাও যাও, ন্যাকামী কেন ? জানেনা যেন ! তুমি তো সেই উর্ব্বশীর সহচরী ? পাল শুদ্ধু ধেই ধেই ক'রে নেচে সৃষ্টি সংসার জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খেলে—এখন আবার ভালমানুষের মত জিজ্ঞাসা করছে, কার কথা বল্‌ছ ?

চিত্র। তোমাদের রাজা কি উর্ব্বশীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ?

বসন্তক। না তা কেন ? এই আমিই তোমায় দেখে মুগ্ধ হয়েছি—না ?

চিত্র। আমার পোড়া কপাল যদি তোমার মতন কুরূপ আমায় দেখে মুগ্ধ হয়।

বসন্তক। ওঃ তবু নিজের কি স্বরূপ চেহারা গো ; গজস্কন্ধ, আজানুলম্বিত বাহু, ঘোরাননা, বিরল দশনা ! ওঃ ! উনি আবার প্রাণের কারবার করেন ! ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি, কিন্তু তোমার মতন এমন পুঁজি-শূন্য বেহায়া মহাজন তো কখনও দেখিনি ! তোমার উর্ব্বশীই বড় প্রাণের ধার ধারে—তুমি তো তার সহচরী !

চিত্র। কেন তুমি আমার সখীর নিন্দে করছ বল তো? তার প্রাণ আছে কি নেই তোমার মত মূর্খ কি বুঝবে বল?

বসন্তক। প্রাণ থাকলে আর সে মহারাজের প্রাণ কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে থাকত না, এত দিন এখানে ছুটে আসত।

চিত্র। এই আমি যেমন এসেছি, তোমার প্রাণ কেড়ে নিয়ে—তোমার জন্যে—কেমন, না?

বসন্তক। আরে মর, এর আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। আমার প্রাণ তুই কেড়ে নিবি কি? এ কি বেওয়ারিশ প্রাণ—চৌ-রাস্তায় প'ড়ে আছে—যার ইচ্ছে হবে লুটে পুটে নিয়ে যাবে।

চিত্র। না হয় আমার প্রাণটা তোমায় দিতে এসেচি।

বসন্তক। না না—

গীত

তোমার ও বস্তা পচা দাগী প্রাণ নাইকো কোন দর।
তাই যেচে সেধে ফিরি ক'রে ফিরছ ঘরে ঘর।
তোমার ও নিটোল মুখে কপট হাসি,
শুকনো গাছে ফুলের রাশি,
যায় না বোঝা—টাটকা কি বাসি,
ভালবাসা শুনতে খাসা, যেন ঘেযো দুধের সর॥

তোমায় চিন্‌তে কি বাকী,
আমরা যে এক খাঁচায় পাখী,
হেথা চলবে না ফাঁকী,
তুমি নয়লো আমার পর—তুমি নয়লো আমার পর ॥

রাজার পুনঃ প্রবেশ

রাজা। একি সখা! একাকী যে খুব রাগিণী আলাপ ক'রছো?

বসন্তক। শুধু রাগিণী নয় মহারাজ,—নাগিণী পাশে।

রাজা। তাই তো—কে ইনি?

বসন্তক। আজ্ঞে মেঘ।

রাজা। কি রকম?

বসন্তক। আর কি রকম! এইবার আপনার তৃষিত হৃদয় ক্ষেত্রে বর্ষণ হবে তা'তে আর সন্দেহ নাই, কেন না বৃষ্টির পূর্ব্বেই মেঘের উদয়। ইনি উর্ব্বশীর সহচরী।

রাজা। হাঁ—হাঁ—এস ভদ্রে, এস! গঙ্গা যমুনার মত তোমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখেছিলেম। আজ তোমায় একাকিনী দেখছি কেন? তোমার সখী কুশলে আছেন ত?

চিত্র। মহারাজ, আমার সখী আপনার নিকট ব'লে পাঠিয়েছেন—

রাজা। কি বল?

চিত্র। দৈত্যের অত্যাচার থেকে এক দিন তাকে আপনি রক্ষা ক'রেছিলেন; কিন্তু মহারাজকে দর্শন ক'রে অবধি দেবতা মদন যে তার প্রতি উৎপীড়ন কর্ছেন সেই জন্য মহারাজের শরণাগত হওয়া ভিন্ন তার আর অন্য উপায় নেই।

বসন্তক। ঠিক হয়েছে। গরম লোহাতেই গরম লোহা মিশ খায়! তোমার সখী উর্ব্বশীকে বলগে—মহারাজ অরিন্তপ—শত্রু সংহারে সদাই প্রস্তুত। বিশেষতঃ তোমার ন্যায় নিপুণা দূতী যখন মাঝখানে আছেন তখন উভয়কেই উভয়ের বিরহ অধিক দিন আর সহ্য করতে হবে না।

চিত্র। তুমি অরসিক তুমি কেন মহারাজের হ'য়ে উত্তর দিচ্ছ? আমি তো তোমার কথা শুনবোনা। তুমি একটু আগে আমায় যা ইচ্ছে তাই গালা-গালি দিয়েছ।

রাজা। ছি সখা, তুমি স্ত্রীলোককে কটু বল?

বসন্তক। মহারাজ, উচিত কথা ব'ল্লে যদি কটু বলা হয়, আমায় মাপ করবেন আর কখনও সত্য কথা বলব না, মিথ্যাই বলবো।

চিত্র। মহারাজ, আপনার কাছে আমার একটি নালিশ আছে।

রাজা। ভদ্রে, কি বল?

চিত্র। আপনার এই সহচর—এই ভণ্ড বিটেল—

বসন্তক। দেখুন মহারাজ, নালিশের পূর্ব্বেই অযথা আমায় গাল দিচ্ছে দেখুন।

রাজা। দাঁড়াও, আগে ওর কথা শেষ করতে দাও।

বসন্তক। আপনিও পক্ষপাত আরম্ভ করলেন? দেখচি, প্রেমে পড়লে আর রাজা প্রজা ভেদ থাকে না, সকলেরই বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়!

চিত্র। এই তোমার যেমন পেয়েছে?

বসন্তক। কেন—আমার পাবে কেন? আমি মহারাজের মতন কারো প্রেমে পড়েছি নাকি?

চিত্র। হ্যাঁ—নিশ্চয় পড়েছ।

রাজা। বটে? মিষ্টান্ন ব্যতীত তোমার অপরের উপর অনুরাগ হয়, এটা নূতন বটে!

বসন্তক। মহারাজ, সহজে কোন সিদ্ধান্তে আসবেন না। এ ছুঁড়ীর সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।

চিত্র। মিথ্যে কথা? তবে বলব তোমার গুণ? মহারাজ, এই একটু আগে, আপনি যখন এখানে আসেন নি, আমি, আপনারই সন্ধানে এসেছিলুম, আর এই ব্রাহ্মণ—আমায় একলা পেয়ে—

বসন্তক। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! কি বলতে কি ব'লে ফেলে

দেখ। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, ওর কথা আদৌ বিশ্বাস করবেন না।

চিত্র। কত কাকুতি মিনতি ক'রে—

বসন্তক। স্ত্রীলোকের যে দুটো ক'রে জিব থাকে তা সত্য। উঃ—এমন মিথ্যাবাদিনী তো কখনও দেখিনি!

চিত্র। কত প্রেমের অভিনয়—

বসন্তক। সম্পূর্ণ মিথ্যা। মহারাজ, তামা তুলসী গঙ্গাজল আনুন হলপ করে ব'লছি—সম্পূর্ণ মিথ্যা! ওঃ—এরা জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াতে পারে!

চিত্র। মিথ্যে কথা? তুমি আমায় দেখে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার মুখের পানে চাও নি?

বসন্তক। অমন বিকট মুখ আর কখনো দেখিনি, তাই ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে ছিলেম সে প্রেমে—প্রেমে নয়।

চিত্র। তোমার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়েনি?

বসন্তক। সে আমার হাঁপানীর ব্যায়রাম আছে ব'লে রে ছু ড়ি, হাঁপানীর ব্যায়রাম আছে ব'লে।

চিত্র। আমি চ'লে যাব শুনে তোমার মুখ শুকিয়ে যায়নি?

বসন্তক। সে রদ্দুরের ঝাঁজে, রদ্দুরের ঝাঁজে—তোমার বিরহে নয়।

চিত্র। মহারাজ, মিলিয়ে পেলেন তো?

রাজা। সখা, ধরা পড়েছ, আর লুকোলে কি হবে? অনেক পুরুষ আছে যারা লুকিয়ে লুকিয়ে জল খায়, আর বাইরে খুব গম্ভীর হয়ে দেখায় যেন কত সাধু! তুমিও দেখছি তাদের দলের একজন।

বসন্তক। মহারাজ, তবে বলি। শুধু আমার দোষ নয়, আপনার প্রিয়তমার এই সহচরীটিও বড় ফেলনা যান্‌না! উনিও আমায় একা পেয়ে আঁচে ইসারায়—

চিত্র। খবর দার! মিছে কথা।

বসন্তক। মিছে কথা? তবে তোমার গুপ্তের কথা বলব?

দ্বৈত গীত

বসন্তক। ও কেন অমন করে চাইলে?

চিত্র। আমার চোখ—চাউনী আমার,
চোখের মাথা খেয়ে তুমি কেন দেখলে?

বসন্তক। রাঙ্গা ঠোঁট ফুলিয়ে দিয়ে
কেন মুখটি টিপে হাসলে,

চিত্র। না জেনে সাঁতার—ছেড়ে কেন হাল
মাঝ দরিয়ায় ভাসলে!

বসন্তক। কেন মিষ্টি মিষ্টি কইলে কথা?

চিত্র। তোমার তায় কি মাথা ব্যথা?

বসন্তক। কেন ও রাত দুপুরে প্রাণ কেড়ে নে
ঝিঁঝিট-খাম্বাজ গাইলে!

চিত্র। থাকে নয় ঝগড়া ঝাঁটি খুটী নাটী,
তুমি আমায় চাইলে।

বসন্তক। তুমি আমায় চাইলে।

রাজা তোমাদের এ প্রণয়-কলহে আমি বড় আনন্দিত হলেম। তোমার সখীকে বলগে, যদিও তিনি আমার পক্ষে দুর্লভ, তথাপি আমার বাসনা ফলোন্মুখী হবে, এই বিশ্বাসে আশ্বস্ত হলেম।

তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গ রঙ্গভূমি

দেবগণ ও পাত্র-পাত্রীগণ

১ম পাত্র। ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মীর আবির্ভাব। ইনি ক্ষীরাব্ধি-তনয়া; রূপে গুণে এঁর সমকক্ষ আর কেউ নাই। দেবগণ সকলেই এঁকে লাভ করবার জন্য সমুৎসুক। ইনি কার ভাগ্যাকাশে উদিত হবেন, তার মীমাংসার জন্যই এই স্বয়ম্বর সভায় দেবগণ আহূত হয়েছেন। এখন দেখা যাক্, কুমারী লক্ষ্মী কার গলে বরমাল্য অর্পণ করেন। সকলের অভিমত হয় তো কন্যাকে এখানে আনয়ন করি।

সকলে। উত্তম, উত্তম।

১ম পাত্র। প্রতিহারি, কুমারীকে সভাস্থলে ল'য়ে এস।

প্রতি। যথা আজ্ঞা প্রভু!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

লক্ষ্মীসহ সহচরীগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

সহচরীগণ গীত

তব শ্রীকরকমল আশে।

নটবর বেশে, বিভোর আবেশে, দেখ সখি শ্রীনিবাসে

ব্যাকুলমতি, হের শচীপতি, চাহে সহস্রলোচনে,

ঘন ঘন তব আননে;

অমর পূজ্য, নেহার সূর্য্য, অমিত বীর্য্য ভুবনে;

ছায়াসম তব কেশ নিরুপম, নিরখিছে কোটী নয়নে.

হেরি মাধুরী মধুর, চাহে সুধাকর, বাঁধিতে বাহুপাশে॥

তব অধর তরুণ, হেরিয়ে বরুণ, রঞ্জিত অনুরাগে,

সরস পরশ মাগে;

সুরভি-ভবন, চপল পবন, চুমিতে চাহে সোহাগে;

পিয়াসে প্রবল, দহিছে অনল, তব ছবি হৃদে জাগে;

তব কমল নয়ন, করুণা কিরণ, সুরগণ অভিলাষে॥

উর্ব্বশী। (স্বগতঃ) সমবেত দেবতা-মণ্ডল,

যেন স্বর্ণ-সূত্রে গাঁথা মণিমালা,

রূপের ছটায় আলো করে দশ দিশি!

কিন্তু মাধবের অনুরাগী অন্তর আমার,
লাজে বাধে রসনায় উচ্চারিতে বাণী।
কেমনে না জানি,
হৃদি ভাব করিব প্রকাশ!
কঠোর এ পরীক্ষা আমার।

১ম সহ। সখি, এই বরমাল্য ধর। এই দেবতামণ্ডলীর পরিচয় শুনলে? তোমার যাকে ইচ্ছা হয় বরণ ক'রে পতিত্বে গ্রহণ কর।

উর্ব্বশী। হে দেবগণ, হে ঋষিসংঘ, হে সিদ্ধ-চারণগণ, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। যাঁর গুণগ্রাম শ্রবণে আমার হৃদয় মুগ্ধ, যিনি পূর্ব্ব হতেই আমার অন্তর অধিকার করেছেন, নিজেই যিনি নিজের উপমার স্থল—সেই মদন-মনোমোহন প্রিয়দর্শন পুরূরবাই আমার স্বামী।

দেবগণ। সে কি! সে কি!

চিত্র। সখি, কি কল্লে? কার নাম কল্লে?

উর্ব্বশী। তাইতো, কি কল্লুম!

ভরত। আরে পাপিষ্ঠা, নাটকোক্ত বাক্য পরিহার ক'রে, তুই কার নাম উচ্চারণ কল্লি? আমার শিক্ষাদান, আমার পরিশ্রম, অন্যমনা হয়ে তুই সব ব্যর্থ ক'রে দিলি? আমাকে দেব-সমাজে লাঞ্ছিত করলি?

নারদ। বুড়ো হয়েছেন, কি শেখাতে কি শিখিয়েছেন—চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, উপেন্দ্র, মহেন্দ্র সকলকেই তো দেখছি, পুরুরবা তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। ওহে আচার্য্য! বার্দ্ধক্যে তোমার মতিভ্রম হ'ল নাকি? তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়-শিষ্যা উর্ব্বশী এ দেব-সভার মাঝে পুরুরবাকে ধ'রে নিয়ে এল কোথা থেকে?

ভরত। আরে যাও, তুমি আর জ্বালাতন করো না। সূচনায় যখন তোমাকে দেখেছি, তখনই বুঝেছি একটা বিভ্রাট ঘট্‌বে।

নারদ। আজ্ঞে, শেষকালে বুঝি দোষ হ'ল আমার? দেখুন দেব-মণ্ডলি, আপনারা দেখুন,—একেই বলে নাচতে না জানলে উঠানের দোষ। তার চেয়ে সাদা কথায় বলুন না, বুড়ো হয়েছেন—স্মৃতিশক্তি কমে আসছে—কি শেখাতে কি শিখিয়েছেন! নইলে উর্ব্বশীর মত এমন নিপুণা নায়িকার এরূপ মারাত্মক ভ্রম হয়? কোথাও কিছু নেই একেবারে পুরুরবা! একটু পাতলা স্যাতলা রবা হলেও না হয় চল্‌তো।

ভরত। আরে থাম।

নারদ। আজ্ঞে, এই থাম্‌লেম; আর সহজে কথা কইব না।

ইন্দ্র। ঋষি, ব্যাপার কি? সম্প্রতি "পুরুরবা" উর্ব্বশীকে

দৈত্যের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করেছেন, সেই ঘটনার কথা মনে উদয় হওয়াতেই বোধ হয় উর্ব্বশীর এরূপ ভ্রম হ'য়ে থাক্‌বে।

নারদ। আজ্ঞে, কথা না কয়েও বাঁচিনি। কেশী দৈত্য উর্ব্বশীকে হরণ করেছিল, তার নামটা উচ্চারণ না করে, পুরূরবা—এমন চোয়াল ভাঙ্গা-নামটাই জিহ্বা অত মোলায়েম ভাবে উচ্চারণ কল্লে কেন?

উর্ব্বশী। আমার নাটকের ভাষায় ছিল—সেই মদন-মনোমোহন "পুরুষোত্তমই" আমার স্বামী।' আমি পুরুষোত্তমের পরিবর্ত্তে পুরূরবা ব'লে ফেলেছি।

নারদ। আজ্ঞে, তা হলে আর দোষ কি! পুরুষোত্তম আর পুরূরবা, নদীর এপার আর ওপার; প্রায় যমজ বল্লেই হয়।

ভরত। আরে দুষ্টা, আরে নির্লজ্জা, একান্ত অবহিত-চিত্ত হ'য়ে অভিনয় করতে হয়। নচেৎ রস-বিকাশ হেলায় হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রসময়, সর্ব্বরসের আধার, সর্ব্বরসের প্রাণ। যারা হেলায়, অশ্রদ্ধায় সেই রসাভিনয় করে, তারা ভগবানের নিকট প্রত্যবায়ভাগী। তুই অন্য-মনা হ'য়ে অভিনয় ক'রে দেব-সমাজে আমায় লাঞ্ছিত কল্লি। পাপিষ্ঠা, তোর চিত্ত মর্ত্ত্যের মানবের প্রতি

আকৃষ্ট হয়েছে, তুই কামনার বশবর্ত্তী হয়ে স্বর্গের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিস্,—আমি তোকে অভিসম্পাত কচ্ছি, আজ হতে তোর আর স্বর্গে স্থান হবে না। আজ হতে জরা-মরণশীল ধরাধামই তোর বাসভূমি।

নারদ। না—ও কেমন জিবের দোষ; কথা মুখ দিয়ে আপনি ঠেলে বেরোয়, জোর করে মুখ বুজে থাকলে হবে কি! মুনি-শ্রেষ্ঠ, আমায় মার্জ্জনা করবেন, উর্ব্বশীর যদিও অপরাধ হয়েছে—তবুও শাস্তিটা বড়ই কঠোর হ'ল। চিরকাল স্বর্গে থেকে একেবারে ঝপাৎ করে মাটিতে! তার পর—চোর ডাকাতের কারাগার হয় দু বছর চা'র বছর, না হয় বড় জোর বার বছর—এ একেবারে আজীবন ধরা কারাবাস!

ইন্দ্র। (ভরতের প্রতি) দেব, আপনি উর্ব্বশীর প্রতি প্রসন্ন হ'ন। যদিও উর্ব্বশী অতি গর্হিত কাজ করেছে, তথাপি তাকে মার্জ্জনা করুন। পুরূরবা কেশী দৈত্যকে পরাস্ত ক'রে আমার পরম উপকার করেছেন, তিনি দেবগণের অনুরক্ত নরশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান নরপতি—আমার সখা; তিনি উর্ব্বশীর অভিশাপের হেতু—একথা শুনলে ব্যথা পাবেন।

নারদ। ঋষিপ্রবর, আমি কথা কইলেই আপনি ক্রোধ করেন,

কিন্তু সত্যকথা বলতে কি, শাস্তিটা বড়ই কঠোর হয়েছে। উর্ব্বশীর সামান্য একটু ভ্রম হয়েছে বৈত নয়। দেখুন, আমি ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই; নরলোকেও আমি কখন কখন নাটকাভিনয় দেখেছি। সেখানকার নট নটীরা এমন ভুল বলে যে, আপনার মত নাট্যাচার্য্যের হাতে পড়লে তাদের অনন্ত কাল নরকে পচে মরতে হ'ত। কমিয়ে দিন—কমিয়ে দিন, শাস্তিটা একটু কমিয়ে দিন।

উর্ব্বশী। (স্বগতঃ) আমি যেমন রাজা বিক্রমদেবের অনুরাগিণী, তিনিও যদি সেইরূপ আমার অনুরক্ত হন, তা হ'লে অনন্ত কাল পৃথিবীতে বাস করলেও আমার কোন আক্ষেপ নাই।

ভরত। উর্ব্বশি, তুমি আমার প্রিয়-শিষ্যা। তোমার মতিভ্রমের কারণ কি?

উর্ব্বশী। দেব, আপনি আমার গুরু; হৃদয়ের কথা প্রকাশ করা যদিও আমার পক্ষে লজ্জা-জনক, তথাপি আমি মিথ্যা বলবো না, কোন কথা গোপন করবো না। আমি অকপটে আপনার নিকট সত্য বলছি। আমার দুর্ব্বল মন আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সে দর্শন মাত্রেই সেই দেবতুল্য অমিতবিক্রম বিক্রমদেবকে আত্মসমর্পণ করেছে। আমি চিত্তের উপর কর্ত্তৃত্ব হারিয়েছি বলেই

আমার স্মৃতি-ভ্রংশ হয়েছে। আমার অজ্ঞাতে আমার রসনা, পুরুষোত্তমের পরিবর্ত্তে পুরূরবা উচ্চারণ করেছে।

ভরত। উর্ব্বশি, আমি তোমার বাক্যে সন্তুষ্ট হলেম। যদি তুমি আত্ম-দোষ ক্ষালনের জন্য মিথ্যা বলতে, তা হ'লে আমি তোমার প্রতি কেবল ধরা-কারাবাসের আজ্ঞা দিয়ে ক্ষান্ত থাকতেম না; অনন্তকালের জন্য তোমার নরকবাসের ব্যবস্থা করতেম। তুমি সত্য বলেছ, এই নিমিত্ত আমি তোমায় আদেশ কচ্ছি যে, যতদিন তুমি পুত্রবতী না হও, ততদিন তুমি মর্ত্ত্যে বাস কর। পুত্রমুখ নিরীক্ষণের পর পুনরায় তুমি স্বর্গ প্রবেশের অধিকারিণী হবে।

উর্ব্বশী। দেব, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

নারদ। তা হ'লে আজকের অভিনয়ের কি সত্য সত্যই গয়ায় পিণ্ডি হ'ল?

ভরত। না—এরূপ দুর্ঘটনার পর আর অভিনয় হ'তে পারে না। চলুন, সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করি।

নারদ। চলুন—বৃথা আর এখানে কালক্ষেপে প্রয়োজন কি? সবই অসার—কিছুরই স্থিরতা নেই! হরি হে, তুমিই সত্য।

[উর্ব্বশী, চিত্রলেখা ও সহচরীগণ ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

চিত্র। সখি, কি হ'ল ?

উর্ব্বশী। অদৃষ্টের গতি কে রোধ করবে বোন !

চিত্র। চির-স্বর্গবাসিনি, কি করে তুমি মর্ত্ত্যের ক্লেশ সহ্য করবে ?

উর্ব্বশী। যে বিধাতা আমাকে নিমেষে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে নিক্ষেপ কল্লেন, তিনিই তাঁর দাসীকে সে ক্লেশ সহ্য করবার শক্তি দেবেন। আর সত্য কথা বলতে কি চিত্রলেখা, স্বর্গভ্রষ্ট হওয়া দুঃখ কি আনন্দ, বুঝতে পাচ্ছিনি। যদি আমি তাঁকে না পাই, স্বর্গে আমার কোন সুখ নাই ; যদি পাই—তাহ'লে মর্ত্ত্যেই আমার চির-স্বর্গ-সুখ। আমি এখন কি ভাবছি জানিস্ ?

চিত্র। কি ?

উর্ব্বশী। যাঁর জন্য স্বর্গ-সুখ হতে বঞ্চিত হলেম, সে যদি আমায় না চায় ; সে যদি অন্যাসক্ত হয়, সে জ্বালা কি সহ্য করতে পারবো ? তখন কি করবো ! তখন কি বলে মনকে প্রবোধ দেব ; তখন আমার দশা কি হবে ?

গীত

সখি রে ! আজি ভাসিনু অকূলে।
আপনি মজিনু হায় আপন ভুলে॥

শত সাধ মাখা সোণারি দেশ,
আজি হতে মোর চির পরদেশ,
সাথীহারা অভাগীরে আদরে কে নেবে তুলে
কি জানি কি আছে ভালে,
এ দশা মোর যে ঘটালে,
সে যদি রে পায়ে ঠেলে—
অকালে অশনি হায় বাজিবে শেফালি ফুলে॥

চিত্র। কিন্তু আমার উপায় কি হবে? তোমাকে ছেড়ে আমি কি ক'রে থাকবো।

গীত

ছায়া আমি কায়া ছেড়ে কেমনে বা সই।
ভালবাসি চিরদাসী জানি নাক তোমা বই॥
তুমি মোরে ছেড়ে যাবে,
প্রাণ কি বল দেহে রবে,
তোমা ছাড়া সুখ হারা, এ যাতনা কিসে সই॥

সখীগণ— গীত

অলকা-আলোক ছট্টা আজি নিবিল রে।
মন্দাকিনী গতিহীনা পারিজাত শুকাল রে॥
আর কি বিহগ গান,
তমালে তুলিবে তান,
ভালবাসা সুখ আশা, চিরতরে ফুরাল রে॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হেমকূট পর্ব্বতের অন্তর্গত পরিত্যক্ত দেবমন্দির

গন্ধর্ব্ববালাগণ

গীত

খেলবো আজ নতুন প্রেমের খেলা।
হৃদয় দিয়ে হৃদয় কেনা
প্রেমের হাটে প্রেমের মেলা॥
প্রেমের পশরা প্রেমিক শিরে
ফিরি প্রেম তটিনী তীরে
যার প্রেম আছে সে ব্যাসাত কর, কোরো না হেলা
এ প্রেম বিকিয়ে গেলে আর পাবে না
কিনে রাখ এই বেলা॥

মাধুরী। দেখ, আজ এক নতুন খেলা খেলব।

১ম সহ। কি সই?

মাধুরী। প্রেমের খেলা।

২য় সহ। না ভাই, আমি ওতে নেই, খেলতে খেলতে যদি শেষ সত্যি হয়ে পড়ে?

মাধুরী। দূর, খেলা কখনো সত্যি হয়?

২য় সহ। যদি কপাল-দোষে হয়?

মাধুরী। না হয় প্রেম করবি। মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছিস, তখন প্রেম তো করতেই হবে। ফুটন্ত গোলাপের বাস কি কেউ চেপে রাখতে পারে? নে বাজে কথা রাখ্, শোন্।

২য় সহ। কি বল্ না?

মাধুরী। এই আমরা দুটো দল হই। এক দল এরা—এরা যেন সখী, আর একদল—এই আমরা।

১ম সহ। তার পর?

মাধুরী। তার পর এই আমাদের দলে—এই যেন একজন রাজপুত্র, আর একজন যেন রাজকুমারী। এই ধর আমি যেন রাজকুমার—তুই যেন রাজকুমারী।

১ম সহ। তুমি তো রাজকুমার আছই। আমি আবার কেন?

মাধুরী। আরে সাত্য সাত্য নয়রে, মিছি মিছি। আমি যেন রাজকুমার! আমি—এই একে খুব ভালবাসি। কিন্তু ও আমায় মোটেই দেখতে পারে না।

১ম সহ। কেন দেখতে পার না? তুমি তো দেখতে বেশ!

মাধুরী। আরে দূর, তোর কোন বুদ্ধি নেই! যাকে যার মনে ধরে। নইলে গল্প হবে কেন?

১ম সহ। ওঃ বুঝিছি। তার পর?

মাধুরী। তার পর এ একে খুব ভালবাসে—কিন্তু এ বড় গরীব।

১ম সহ। গরীবের ভালবাসা বুঝি মিষ্টি?

মাধুরী। শোন্ না ভাই, গোল করিস্ কেন? এই গরীব বেচারীর সঙ্গে যেন এর বে হ'ল। এরা দু'জনে খুব প্রেম করতে লাগলো; আমি কিন্তু তাই না দেখে রিষের আগুনে জ্বলতে লাগলুম। একে বল্লেম আমার প্রণয়িনী হও। কত অনুনয় বিনয় করলেম, পায়ে পর্য্যন্ত ধরলেম, ও কিছুতেই রাজী হ'ল না। তার পর আমি না রেগে একে বন্দী করে ওই যে ভাঙ্গা মন্দিরটা, ওর ভেতর আটকে রাখলেম। এ কিন্তু তবুও আমাকে বিয়ে করতে কিছুতেই রাজী হ'ল না। শেষে আমি রাগে অন্ধ হয়ে—

২য় সহ। বল্ না, থামলি কেন?

মাধুরী। তার পর যা হবে, সেতো দেখতেই পাবি। দেখ্ ভাই, এইটী গান গেয়ে আমরা খেলা করবো।

২য় সহ। বেশ্ বেশ, ভারি মজা হবে।

মাধুরী। আহাহা, একজন শ্রোতা থাকলে বেশ হ'ত। কেউ না দেখলে খেলা জমে না। এই যে কে একজন আসছেন না? এঁকে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তোরা একটু আড়ালে যা, আমি ওঁর সঙ্গে কথা কয়ে দেখি উনি কে; ওঁকেই আমাদের শ্রোতা হতে অনুরোধ করবো।

১ম সহ। বেশ, আমরা সব সেজে আসি।

[মাধুরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাজার প্রবেশ

রাজা। বিরহী জনের কোথাও তৃপ্তি নাই। লোকালয় ভাল লাগে না, রাজ্য প্রজা কোন চিন্তায় তাকে ভুলতে পারলেম না। এই হেমকূট প্রদেশে তাকে প্রথমে দেখেছিলেম, তাই সব ফেলে এখানে ছুটে এসেছি। এখানকার বায়ুতে এখনো যেন তার নিঃশ্বাসের সৌরভ অনুভব কচ্ছি। হে ত্রিদিবসুন্দরি! আর কি তোমার দেখা পাব না?

মাধুরী। মহাশয়!

রাজা। এই নির্জ্জনে কি উর্ব্বশীর কণ্ঠ-স্বর শুনলেম!

মাধুরী। মহাশয়, আমি উর্ব্বশী নই, আমি গন্ধর্ব্ববালা মাধুরী!

রাজা। মাধুরী! মাধুরী! ভদ্রে, সত্যই তুমি মাধুর্য্যময়ী! আমায় কি তোমার বলবার কিছু আছে?

মাধুরী। মহাশয়, এ নির্জ্জন প্রদেশে মনুষ্য-সমাগম কখনো হয় না। আপনাকে এখানে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। আপনি কে? পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

রাজা। মাধুর্য্যময়ি! আমি মনুষ্য, প্রয়াগ আমার রাজধানী, আমার নাম পুরূরবা বিক্রমদেব।

মাধুরী। আপনিই নরশ্রেষ্ঠ ধরণীপতি বিক্রমদেব? পিতার মুখে আপনার বিক্রমের কথা অনেক শুনেছি; আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আপনার ন্যায় অতিথির পদার্পণ হ'ল।

রাজা। ভদ্রে, এ নির্জ্জন প্রদেশে তুমি একাকিনী কেন?

মাধুরী। মহারাজ, আমি একাকিনী নই, আমার সহচরীরা অদূরে আছে। আমরা প্রত্যহই এখানে খেলা করতে আসি। আজ আপনিই আমাদের খেলার দর্শক হ'ন, এই আমাদের মিনতি।

রাজা। ভদ্রে, তোমার সরল অনুরোধে আমি সন্তুষ্ট হলেম।

তোমার সহচরীগণকে ডাক, তোমাদের কৌতুক-ক্রীড়া দর্শন ক'রে পরিতৃপ্ত হই।

মাধুরী। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

রাজা। গন্ধর্ব্ববালার কি সরল প্রকৃতি! যারা মনুষ্য-সংস্পর্শে আসেনি, বোধ হয়, তারা সকলেই এমনি সরল। কিন্তু স্বর্গবাসিনী উর্ব্বশী এমন কপট কেন? আমার মন হরণ ক'রে সে স্বর্গসুখ ভোগ করছে, আর আমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হয়ে জ্বালার সমুদ্র বুকে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি! এত অন্যমন হয়েছি যে, সখাকে পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিনি।

গন্ধর্ব্ব-বালাগণের প্রবেশ ও সঙ্গীতাভিনয়

গীত

সখীগণ। মাধুরী ফুটিল মধুমাসে— চাঁদিনী হাসে।
রাজকুমার। কোথা সে কোথা সে মন যারে ভালবাসে!
নায়ক। দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভিখারী তোমারি আশে
রাজকুমারী। বুকে এস মোর বুকের নিধি,
নায়ক। এত সুখ ভালে লিখেছিল বিধি,
সখীগণ। মাধবী মিলিল মরি মাধব পাশে॥

রাজকুমার। মরম দহে মরম দহে—
জ্বালা হৃদয়ে কেমনে সহে।

রাজকুমারী। বুকে বুকে মুখে মুখে সুধা উথলে।

নায়ক। প্রাণ গলে প্রাণ গলে।

সখীগণ। গগন পবন তাই প্রেম পরকাশে।

রাজকুমার। গরল লহর ছোটে মান টোটে,
চাহি তোমারে চাহি তোমারে।

রাজকুমারী। হায় একি হ'ল দায়—কি উপায় কি উপায়।

রাজকুমার। আমি জীবন রাখি শুধু তোমারি আশে।

রাজকুমারী। নহি দ্বিচারিণী আমি পরাধীনী
সতী দাঁড়ায়ে পতি পাশে॥

রাজকুমার। বীরভোগ্যা রমণী ধরণী
বলে মধু পিব কেন মরিব পিয়াসে?

নায়ক। কাজ নাই—আমি চলে যাই
হও রাজরাণী থাক রাজার আবাসে॥

রাজকুমারী। যেও না যেও না আমারে বোধ না

রাজকুমার। হান হান তরবারি বাঁধ রে ললনা,

সখীগণ। মজিল মজিল সব মরি লো তরাসে॥

রাজকুমার। বন্দিনী তুমি ধনী

রাজকুমারী। রে লম্পট নহি তোর প্রেমাধীনী
দেখ দেখ পতি মোর আঁখি জলে ভাসে

রাজকুমার। এখনো কর ছলনা!

নায়ক। ভুলে যাও ভুলে যাও আমি সহিব যাতনা

রাজকুমারী। না না না—তা হবে না হবে না

সখিগণ। তটিনীর গতি নাহি রোধিতে শকতি
যবে সাগরে মেশে।

রাজকুমার। তবে মর তবে মর, কেন সহি আর

নায়ক। পায়ে ধরি আগে আমারে মার

রাজকুমার। আগে বধি সাপিনী তোরে বধিব শেষে।

(তীরবিদ্ধ)

নায়ক। কোথা যাও কোথা যাও আমারে হে সাথে নাও

(আত্মহত্যা)

রাজকুমার। জ্বালা জুড়াল জ্বালা জুড়াল শান্তি তিয়াসে।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন

(উভয়ের যুগল মূর্ত্তি)

সখীগণ। অবিনাশী ভালবাসা কে তাহারে নাশে।
প্রাণে প্রাণে বাঁধা যেন ফুল রেণু ফুল বাসে।

রাজা। সুন্দর অভিনয়। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! মুহূর্ত্তে আমার চিন্তাক্রান্ত হৃদয়ে যেন শান্তির উৎস খুলে দিলে।

মাধুরী। মহারাজ, কেমন দেখলেন?

একান্তে উর্ব্বশীর প্রবেশ

উর্ব্বশী। (স্বগতঃ) একি! মহারাজ কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন কে এ নারী ?

রাজা। অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! তোমার স্বরে মাধুর্য্য, ভঙ্গীতে মাধুর্য্য, তোমার হাব-ভাব সবই মাধুর্য্যময়।

উর্ব্বশী। (স্বগতঃ) বটে!

মাধুরী। মহারাজ, যাদের হৃদয় সুন্দর, তারা সকল বস্তুতেই সৌন্দর্য্য অনুভব করে।

রাজা। ভদ্রে, তোমার সরলতায় আমি মুগ্ধ।

উর্ব্বশী। (স্বগতঃ) এরি জন্য আমি স্বর্গ-বিয়োগ-দুঃখকে তুচ্ছ করে মর্ত্ত্যে এসেছি? হা অদৃষ্ট!

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতি। রাজকুমারি, গন্ধর্ব্বরাজ আপনাদের নিতে লোক পাঠিয়েছেন।

মাধুরী। চল যাচ্ছি। মহারাজ, আপনাকে অযথা ক্লেশ দিলেম, আমাদের মার্জ্জনা করবেন।

[সকলের প্রস্থান।

রাজা। এ যেন একটা স্বর্গের বাতাস—এল আর চলে গেল! এদের কৌতুকাভিনয় আমার হৃদয়ের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়ে গেল মাত্র! আজ যদি আমি আমার প্রিয়তমাকে পেতেম—

উর্ব্বশী। কি মহারাজ, তন্ময় হয়ে কি ভাবছেন?

রাজা। একি! উর্ব্বশী!

উর্ব্বশী। হাঁ, সেই অভাগিনীই বটে, বড় অসময়ে এসে পড়েছি, না?

রাজা। আর অসময় কেন প্রিয়ে? তুমি যখন এসেছ, তখন এতো আমার পরম সুন্দর সুসময়।

উর্ব্বশী। কপট! আর ছলনার প্রয়োজন নাই। তোমার ব্যবহার আমি স্বচক্ষে দেখেছি। মিথ্যা বলে আমায় কেন আর বঞ্চনা কর, আমার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।

রাজা। কেন অমন বলছ? কি অপরাধ করেছি? তুমি কি জান না, তোমার জন্য রাজ্য ঐশ্বর্য্য সব পরিত্যাগ করে বনবাসী হয়েছি! যে দিন তোমায় প্রথম দেখি, সেই দিন হতে প্রতিদিন তোমার বিরহে আমি পৃথিবী শূন্য দেখছি। তোমার ঐ ত্রিলোক-ভুলান রূপের ধ্যান ভিন্ন আমার অন্য চিন্তা নাই। আমার জাগ্রতে তুমি, স্বপ্নে তুমি, প্রতি নিঃশ্বাসে, বক্ষের প্রতি

স্পন্দনে তোমার চিন্তা। অকারণ কেন তুমি বিরূপ হচ্ছ?

উর্ব্বশী। খুব বাকচাতুরী জান মহারাজ! এ চাতুরী মনুষ্যেরই সম্ভব। তুমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করেছ, আর আমি সর্ব্বজন-বাঞ্ছিত অমরার বিলাস পায়ে ঠেলে চলে এসেছি—একবার মমতায় ফিরেও চাইনি—তোমার জন্য। আর তুমি—লম্পট—নির্জ্জনে এক গন্ধর্ব্ব-বালিকার কাছে আত্মবিক্রয় করে, তার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে আমার ভালবাসার খুব পুরস্কার দিলে।

রাজা। শোন প্রিয়ে শোন, কেন উতলা হচ্ছ?

উর্ব্বশী। থাক্, আর কথার প্রয়োজন নাই। আপনি গন্ধর্ব্ব-পুরে মাধুর্য্য উপভোগ করুন, আমি আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিগে।

[উর্ব্বশীর প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে, শোন শোন—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

বসন্তকের প্রবেশ

বসন্তক। রাজাকে কি অপ্সরাতে উড়িয়ে নিয়ে গেল? রাত্রে আমিও বাড়ী গেলেম, মহারাজও শয়ন করতে গেলেন। সকালে রাজবাড়ীতে এসে দেখি, "কা কস্য পরিবেদনা!" কোথায় বা মহারাজ আর কোথায় বা আমি। দিনের পর দিন গেল, মহারাজ আর ফিরলেন না। রাজ্য যায় যায়, রাজপুরী অন্ধকার, মন্ত্রী ভেবে সারা, দেশময় হাহাকার। ওঃ, কি পাগল-করা রূপই সৃষ্টি করেছিলে বিধাতা! একবার দেখা, আর একটা দোর্দ্দণ্ড মার্ত্তণ্ড-বিশেষ রাজা ছেলেমানুষেরও বেহদ্দ! ছেলে-মানুষের চাঁদ ধরার বাসনা আর বুড়ো মানুষের রূপের আকর্ষণে ঘর থেকে ছুটে বেরোনো এর তফাৎ কোন্-খানটা? যাক্, মন্ত্রী পৌরজনেরা ঘরে ব'সে হা হুতাশ করুক, আমি একবার হেমকূট পাহাড়টা ঘুরে আসি।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

চিত্র। ব্রাহ্মণ, সত্যই তুমি জান না মহারাজ কোথায়?
সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে তো?

বসন্তক। আমাদের সামনে দেখা হয় নি বটে; তবে নিশুতি রাত্রে দেখা হয়ে থাকবে। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলেম, মহারাজ রাজবাড়ীতে নাই। আমিও মহারাজকে খুঁজতে বেরোলেম।

চিত্র। তা হলে সখী আমাদের কি হ'ল? সে কোথায় গেল? এ যে বড় ভাবনার কথা।

বসন্তক। বলি, তুমি ঠাট্টা করছ না সত্যি বলছ? সত্যিই তোমরা জান না মহারাজ কোথায়?

চিত্র। না ব্রাহ্মণ, আমি মিথ্যা বলিনি।

বসন্তক। তা হলে ত আমায়ও ভাবিয়ে দিলে! সত্যিই তো এ ভাবনার কথা।

চিত্র। জানি, যখন অভিশাপগ্রস্তা হয়ে মর্ত্ত্যে এসেছে, তখন সখীর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে!

বসন্তক। জানি, যখন তোমাদের পাল্লায় পড়েছে, তখন মহারাজের অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। যাক্, অনেক বাক্-বিতণ্ডা হ'ল, এখন আমায় রেহাই দাও। তুমি আপনার কাজে যাও, আমিও আমার কাজে যাই।

চিত্র। না, আর আমি একা যাব না; যখন তোমায় সঙ্গী পেয়েছি, চল এক সঙ্গেই খুঁজে দেখি।

বসন্তক। অতটা ন্যাওটো নাই হলে।

চিত্র। দেখ, আমাদের বাস স্বর্গে, মর্ত্ত্যের পথঘাট কিছুই জানিনি; কি জান, যদি পথ হারিয়ে ঘুরে মরি! কাজেই তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন আর ত ছাড়তে পারিনি?

বসন্তক। দেখ্, মহারাজের জন্য মনটা বড়ই অস্থির হয়ে রয়েছে: তোর মোলায়েম সঙ্গ—সত্যি কথা বলতে কি, আমার মোটেই ভাল লাগছে না। তুই আর আমায় জ্বালাস নি, তোর পায়ে পড়ি, তুই স্বর্গের জিনিষ স্বর্গে ফিরে যা, আমায় রেহাই দে, আমি অযাত্রা সঙ্গে করে ফিরতে পারবো না।

চিত্র। ছি ছি, তুমি পুরুষমানুষ, আমার পায়ে ধরলে?

বসন্তক। অন্যায়টা কি করেছি বল? সে পুরুষই নয়, যে কখনও সময়ে অসময়ে মেয়েমানুষের পায়ে ধরেনি। ভগবান নিজে শ্রীরাধার পায়ে ধরে পথ পরিষ্কার করে দিয়ে গিয়েছেন।

চিত্র। তা হ'লে তুমি আমার মদনমোহন নাকি? আমি তোমার শ্রীমতী?

দ্বৈত গীত

বসন্তক।— তুমি আমার দু'চোখের বালাই
তোমার যেমন রূপ তেমনি স্বভাব গুণের নাই কামাই।

চিত্র।— মন্দ বড় বাছের বাছ
ঠেস দিয়েছেন শিমুল গাছ
মুখ খানি যেন ক্ষুরের ধার জিভের নেই সামাই।

বসন্তক।— দেখছি তোর বড়ই বাড়
ভাল চাস্ ত সঙ্গ ছাড়

চিত্র।— সেটা কি দেখায় ভাল, তুমি আমার চোখের আলো
কোথায় এমন পাব বল কঁচুলে কানাই।

বসন্তক।— তোর সঙ্গে আড়ি

চিত্র — তুমি নেহাত আনাড়ী
ভালবাসি তাই ত আসি তাই ত জ্বালাই।

উভয়ে।— যুগল রতন আমরা দুজন আমাদের জোড়া কোথাও নাই।

বসন্তক। এ তো ভাল বিপদে ফেললে? আচ্ছা, তোর মতলব খানা কি বল্ দেখি? তুই আমায় নিয়ে কি করতে চাস্?

চিত্র। চিরকাল মেয়েমানুষ পুরুষ নিয়ে যা ক'রে আসছে, তা ছাড়া তোকে নিয়ে নতুন আর কি করতে চাইব বল্? তোর সঙ্গে মালা বদল করতে চাই।

বসন্তক। এই মরেছে! পে-রে-ম! ওরে ওরে আমাদের বংশে কারুর ধাতে ছিল না। আমি নতুন করে হাতে খড়ি দিই কি করে? আচ্ছা, শুধু মালা-বদল কল্লেই আমায় রেহাই দিস্? আমার সঙ্গ ছাড়িস্?

চিত্র। তা কেন?

বসন্তক। আবার কি?

চিত্র। এই তোদের দেশে সাত পাক বেড়ে যা করে।

বসন্তক। বিয়ে? ওঃ, তোর মত এমন গায়ে-পড়া মেয়েমানুষ ত বাপের জন্মে দেখিনি। তা স্বর্গে মর্ত্ত্যে এত লোক থাকতে বেছে বেছে আমার পেছনে লাগলে কেন? তোমার সখী উর্ব্বশী, রাজারাজড়া দেখে ধরেছে; সে একরকম শোভা পায়। তমালেই মাধবী লতা ওঠে। এ আশ্যাওড়া গাছে ঝাঁপিয়ে উঠতে তোর সখ হ'ল কেন বল্ দেখি?

চিত্র। যার মন যাকে চায়।

বসন্তক। বুঝিছি—বুঝিছি, তোর সান্নিপাতিকের তেষ্টা! আচ্ছা, তোরা ত অপ্সরা, তোদের দেশে বিয়ে হয় কি ক'রে?

চিত্র। কেন, এই চেলি পরে, টোপর মাথায় দিয়ে, পুরুত ডেকে, মালা বদল ক'রে।

বসন্তক। তা হ'লে ও শুভকার্য্যে দেখছি, স্বর্গে মর্ত্ত্যে একই নিয়ম। আচ্ছা, বিয়ে কল্লেই ত আমার সঙ্গ ছাড়বি দিব্বি কচ্ছিস ?

চিত্র। হ্যাঁ—না।

বসন্তক। বেশ, এই কথা রইল ! যা থাকে কপালে—নিয়ে আয় তোর চেলি আর টোপর, মালা বদলে তোর হাত থেকে রেহাই পাই ; নইলে পায়ে শেকল জড়িয়ে কোথায় মহারাজকে খুঁজবো ?

চিত্র। দেখ ব্রাহ্মণ, কথা ঠিক রইল ত ?

বসন্তক। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্রহ্মবাক্য যখন দিইছি, তখন আর নড়-চড় নেই। নিয়ে আয় তোর চেলি।

চিত্র। তবে আনি ?

বসন্তক। (স্বগতঃ) সত্যি সত্যি আন্‌তে যাবে নাকি ? তা হলে ত আমি বাঁচি। (প্রকাশ্যে) যা যা এখনি যা—আমিও চট্ করে এলেম বলে।

চিত্র। তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ ?

বসন্তক। এই পুরুত ডাকতে। (স্বগতঃ) এখন ত পালিয়ে বাঁচি।

[প্রস্থান।

চিত্র। আচ্ছা! তোমায় আমি জব্দ ক'রে তবে ছাড়ছি। আগে স্বর্গে গিয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট জেনে আসি, সখীর আমাদের কি হ'ল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কুমার-বন

উর্ব্বশী।— গীত

আমি নিঙাড়ি নিঙাড়ি এ মোর পরাণ
ঢেলে দিছি সব ভালবাসা।
আমি আমার বলিয়ে, রাখিনিতো কিছু
লাজ মান সাধ পিয়াসা॥
আমি স্বরগ ত্তেয়াগি মরতে এসেছি
বুকে ক'রে ক্ষীণা আশা।
(আমার) সে আশা পুড়িল, সাধ ঘুচিল,
সে যে তারি ভালবাসা॥

কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ

কার্ত্তি। রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত! কার এ অসম সাহস! কে এ নারী, যে এই বনে প্রবেশ ক'রে আমার তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করে! কে তুই?

উর্ব্বশী। দেব, আমি স্বর্গচারিণী অপ্সরী উর্ব্বশী।

কার্ত্তি। উর্ব্বশীই হও আর যেই হও, তপস্যা-বিঘ্নকারিণী তুমি; এ মহাপাপের ফলভোগ তোমায় করতেই হবে। আমি চির-কুমার-ব্রত-ধারণের জন্য এখানে তপস্যা করছিলেম, রমণীর প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ, এ ব্রতের নিয়ম বিরুদ্ধ। তুই যখন এখানে প্রবেশ ক'রে সে নিয়ম ভঙ্গ করেছিস্, অস্থির-চিত্তে! তুই অপ্সর-দেহ পরিত্যাগ ক'রে এই মুহূর্ত্তে লতায় পরিণত হ।

উর্ব্বশী। হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল?

রাজার প্রবেশ

রাজা। উর্ব্বশি, উর্ব্বশি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

উর্ব্বশী। নাথ! (লতায় পরিণত)

রাজা। কোথায় গেলে? প্রিয়ে, কোথায় গেলে? চকিতে কোথায় লুকোলে?

কার্ত্তি। কে তুমি?

রাজা। আমি প্রয়াগাধিপ পুরূরবা।

কার্ত্তি। কার অনুসন্ধানে এসেছিলে?

রাজা। উর্ব্বশীর।

কার্ত্তি। পাপিষ্ঠা নিজ দুষ্কার্য্যের প্রতিফল পেয়েছে। তার আর

অপ্সর-দেহ নাই, ঐ দেখ, সে এখন লতা-দেহ পরিগ্রহ ক'রে এই বনের শোভা বৃদ্ধি করছে! ওর জ্ঞান আছে, কিন্তু প্রকাশ করবার ভাষা নাই। যারা লালসায় উন্মত্ত হয়ে হিতাহিত-জ্ঞান-রহিত হয়, তাদের পরিণাম এই। [প্রস্থান।

রাজা। তাই ত, কোথা থেকে কি হ'ল! প্রিয়ে, প্রিয়ে! তুমি আমার উপর মিথ্যা অভিমান ক'রে কি সর্ব্বনাশ কল্লে? এ মনোবেদনা নিবারণের উপায় কি! আমি মহা পাপিষ্ঠ, আমি তোমার এই সর্ব্বনাশের কারণ! কোথায় যাই—কোথায় গেলে শান্তি পাব? বিধাতা কি কল্লে! কি কল্লে?

চতুর্থ দৃশ্য

কুমার-বনের অপরাংশ

বসন্তকের প্রবেশ

বসন্তক। খুব ফাঁকি দিয়ে পাশ কাটিয়েছি। হ'ক স্বর্গের অপ্সরা, মানুষের বুদ্ধিও কম নয়! এখন মহারাজকে একবার পেলে হয়।

রাজা। (নেপথ্যে) সাবধান দৈত্য, উর্ব্বশীকে স্পর্শ করিসনি, সাবধান!

বসন্তক। ঐ যে মহারাজের কণ্ঠস্বর, ঐ যে উন্মাদের মতন এই দিকে ছুটে আসছেন। নাঃ, এখনও ব্রহ্মতেজ আছে দেখছি; যাত্রা নিষ্ফল হয় নি।

রাজার প্রবেশ

রাজা। কোথা দৈত্য—কোথা বা উর্ব্বশী!
মায়াবিনী কেহ
করে উপহাস মোরে।

নহে কি সম্ভব,
নারায়ণ-উরু হতে উদ্ভব যাহার
ত্রিলোক-মোহিনী বামা
সৃষ্টির রহস্যজাল, রূপ-মরীচিকা
সুর নর মত্ত যার অলৌকিক লাবণ্যচ্ছটায়—
'নাথ' বলি সম্বোধিল মোরে!
প্রতারিত নয়ন শ্রবণ মোর!
দুরাশায় হৃদে দেয় স্থান,
স্বপ্ন-ঘোরে দরিদ্র যেমন হয়
সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর!

বসন্তক। মহারাজ! মহারাজ!

রাজা। ছিল রাজ্য, গেছে রসাতল—
মহারাজ নহি আমি আর।
হারায়েছি তারে—
হারায়েছি যা ছিল আমার,
প্রাণশূন্য দেহ যেন ফিরে পথে পথে!

বসন্তক। মহারাজ, কেন এমন উন্মনা হলেন? কি আশ্চর্য! আমায় চিনতে পারছেন না? আমি আপনার সখা বসন্তক।

রাজা। এ কি! তুমি কি সত্যই আমার সখা বসন্তক? আমি

কি সেই বিক্রমদেব? তবে কি আমার প্রিয়তমা উর্ব্বশীর অপ্সর-দেহ লতায় পরিণত হয়নি?

বসন্তক। ওঃ, নিশুতি রেতে বনে ভুলিয়ে এনে পাগল ক'রে দিয়ে গেছে দেখছি। মহারাজ! মহারাজ! লতার কথা কি বলছেন? আপনার এমন দশা যে করেছে, সে উর্ব্বশী কোথায়?

রাজা। চকিতে হেরিনু
অঙ্গ তার লতা-দেহ করিল ধারণ!
মুঞ্জরিত কুসুম-স্তবক
নব পত্র আন্দোলিত সমীর পরশে!
লক্ষ লতা মাঝে যেন অধীশ্বরী সেই—
শ্যাম শোভা বন করে আলো;
উর্ব্বশী!—উর্ব্বশী—নহে আর উর্ব্বশী এখন—
আমার হৃদয় মন
কটাক্ষে যে করিল হরণ!

বসন্তক। মহারাজ, আর উৎকণ্ঠায় রাখবেন না? কি হয়েছে, শীঘ্র বলুন।

রাজা। ও হো! সে নিদারুণ কথা তোমায় কি ক'রে বলব?

বসন্তক। কেন মহারাজ, কি হয়েছে?

রাজা। শোন সখা! আমি কি ক'রে মনকে প্রবোধ দেব বুঝতে

পারছিনি। আমি কি সত্যই জ্ঞান হারিয়েছি? আমি উর্ব্বশীর বিরহ-ক্লেশ সহ্য করতে না পেরে একাকী এই হেমকূট প্রদেশে এসেছিলেম। একদিন অনুরুদ্ধ হয়ে গন্ধর্ব্ববালাদের কৌতুকাভিনয় দেখছি, এমন সময় দেখি, উর্ব্বশী আমার সম্মুখে। উর্ব্বশী মনে করলে, আমি গন্ধর্ব্ববালার প্রতি অনুরক্ত। সে আমায় তিরস্কার ক'রে অভিমানভরে চলে গেল! আমি কিছুতেই তাকে ফেরাতে পারলেম না।

বসন্তক। তার পর?

রাজা। তার পর কুমার-বনে প্রবেশ করবামাত্র কার্ত্তিকেয় তাকে অভিসম্পাত করলে—সে লতায় পরিণত হ'ল। আমি স্বচক্ষে তা দাঁড়িয়ে দেখলেম, কিন্তু তার প্রতিকার করতে পারলেম না।

বসন্তক। (স্বগতঃ) একেবারে অপ্সরা থেকে লতা! কার্ত্তিকের কেরামতি আছে দেখছি। হায় হায়, চিত্রলেখা ছুঁড়ীটাও ঐ কার্ত্তিকের পাল্লায় পড়ত! উর্ব্বশী লতা হয়েছে, ও-ছুঁড়ীর গায়ে নিরেট কঞ্চি গজাত, আর আমায় জ্বালাতন করতে পারত না। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! উর্ব্বশীর যা হবার তা ত হ'ল; কিন্তু আপনি এমন পাগলের মতন বনে বনে ঘুরে কি করবেন? চলুন দেশে ফিরি।

রাজা। সখা, তুমি যাও ; আমি এ স্থান ত্যাগ ক'রে কোথাও যাব না।

বসন্তক। মহারাজ, আপনার বিহনে যে রাজ্য যায়!

রাজা। যাক্—শত সাম্রাজ্যও আমার প্রিয়ার একটি তিলের তুল্য নয়। রাজ্য যাক্, কোন ক্ষোভ নাই! যদি উর্ব্বশীকে ফিরে না পাই আমার জীবনেই বা কি প্রয়োজন? ত্রিলোকের মধ্যে এমন কি কেউ নাই যে, কৃপা-পরবশ হয়ে আমার প্রেয়সীকে শাপমুক্ত করতে পারে?

জন্ম মোর চন্দ্র-বংশে,
মাতামহ ত্রিলোক আলোক
সর্ব্ব-শুচি সূর্য্য-বংশধর!
তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত বংশের গৌরব
চির পুণ্যকাহিনী যাদের
সমুজ্জ্বল করিয়াছে ভারত পুরাণ—
সেই মহা বংশে লভিয়া জনম
পিতৃ-পিতামহ-পুণ্য-অধিকারী
যদি হয়ে থাকি আমি—
শুন শুন চরাচরে যে আছ যেথায়
সেই পুণ্য বিনিময়ে

কৃপা করি বল মোরে—
কি উপায়ে শাপমুক্তা হবে
প্রেয়সী আমার।

বসন্তক। মহারাজ, আমি দীন-দরিদ্র পেটুক ব্রাহ্মণ, ক্ষুধার তাড়নায় এ যাবৎ ব্রহ্মণ্য-দেবকে কখনো স্মরণ করতে পারি নি; গায়ত্রীর পরিবর্ত্তে মিষ্টান্নই এ রসনায় চির-দিন স্থান পেয়েছে। আমার পুণ্য নাই, কিন্তু প্রাণ আছে। এই নগণ্য প্রাণটুকু দিয়েও যদি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করতে পারি; আমি তাতেও প্রস্তুত। কিন্তু আপনার এ অবস্থা আর দেখতে পারিনি।

দৈববাণী। হে রাজন্! আশ্বস্ত হ'ন। যদি কখনো ভাগ্যক্রমে গৌরী-পাদপদ্ম-প্রসূত "সঙ্গমন মণি" লাভ করতে পারেন, তা হলে সেই মণি স্পর্শ করবামাত্রই উর্ব্বশী আবার অপ্সরদেহ ধারণ করবে।

রাজা। সখা! একি দৈববাণী? দেখছি দেবতারা কৃপাপরবশ হয়ে আমার উর্ব্বশীর শাপমুক্তির উপায় নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন। কিন্তু "সঙ্গমন" মণি কোথায় পাব? তার সন্ধান কে ব'লে দেবে?

বসন্তক। দেবতাদের ঐ দোষ, কোন কাজ হাতে না রেখে

করেন না। উপায় ব'লে দিলেন, কিন্তু মণি যে কোথায় পাওয়া যায়, তা কিছু বল্লেন না।

রাজা। সখা! তুমি আমার সঙ্গে আর বৃথা কেন কষ্ট পাবে? তুমি যাও। রাজ্যভার মন্ত্রীর উপর। যদি উর্ব্বশীকে না পাই, আমার জীবনের এই শেষ। আহা, লতাটিকে কতক্ষণ দেখিনি? প্রিয়ে, প্রিয়ে! আমার ভাষা বোঝবার শক্তি তোমার আছে, কিন্তু তোমার প্রকাশ করবার ভাষা নেই। আমি অন্যাসক্ত কি না, এখন ত তুমি বুঝতে পারছ? নিজের দোষে নিজের সর্ব্ব-নাশ করলে? আমারও জীবন দুর্ভর ক'রে দিয়ে গেলে? প্রিয়ে! প্রিয়ে!

[প্রস্থান।

বিদূষক। রাজার তো দেখছি ঘোর উন্মাদের অবস্থা! যে এক বগ্‌গা, উর্ব্বশীকে না পেলে কিছুতেই দেশে ফিরবেন না। যদি রাজা না ফেরেন, রাজ্য অরাজক হবে—রাজপুরীতে হাহাকার উঠবে। সে অন্ধকার পুরীতে আমি থেকে কি করব? "সঙ্গমন" মণি কোথায় পাওয়া যায়? সেই দেখছি রাজাকে রক্ষা করবার এখন একমাত্র উপায়! যেমন উৎকট ব্যাধি, তেমনি তার বিদ্‌কুটে

ওবুধ ! হায় হায় ! উর্ব্বশি ! স্বর্গ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ মর্ত্ত্যে এলি আগুন ধরাতে। কি ক'রে রাজাকে রক্ষা করি ? কোথায় "সঙ্গমন" মণি পাই। কে সন্ধান ব'লে দেবে ? কে সন্ধান ব'লে দেবে ?

পঞ্চম দৃশ্য

হেমপুর

সুজাতা, হারীত ও দৈত্য-অনুচর

অনু। দেখ, আমি আর দেরি করতে পারব না। এই চেলী নাও, মালা নাও, টোপর নাও, এই বধ্যসজ্জা পরে আমার সঙ্গে এস। মহারাজ বলির জন্য অপেক্ষা করছেন, দেরী হ'লে তিনি আমায় দণ্ড দেবেন।

সুজাতা। বাপ্ রে আমার! তোকে আজ নৃশংস কেশীদৈত্য বধ করবে, আমি কোন্ প্রাণে তা সহ্য করব? বাছা রে, তোর এই ননীর দেহ শ্মশানে লোটাবে, আর আমি বেঁচে থেকে কেমন ক'রে তা দেখব?

হারীত। মা, কেন অধীর হচ্ছ? বৃথা শোকে কোন ফল নাই। দৈত্যরাজের আদেশ সকলেই নতশিরে পালন করছে। দেখছ ত আজ কদিন হতে প্রত্যেক গৃহস্থকে বলির জন্য একজন ক'রে মানুষ পাঠাতে হচ্ছে! এই দৈত্য

রাজের নিয়ম—আদেশ ; লঙ্ঘন করবার শক্তি ত কারো নেই। তবে মমতায় আকুল হচ্ছ কেন ?

সুজাতা। বাবা! সব জানছি, সব বুঝছি—কিন্তু মায়ের প্রাণ তো বুঝছে না। দেখি বাবা, তোর চাঁদমুখখানি ভাল ক'রে দেখি। এই মুখে সূর্য্যের তাপ লাগলে যে আমি কাতর হয়েছি। তোর এ মুখ আর আমি দেখতে পাব না!

হারীত। মা, আমায় বিদায় দাও, আমি যাই। দুঃখ কোরো না মা, দুঃখ কোরো না। তুমি তো জান মা, জননী জঠর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ যখন প্রথম পৃথিবী দর্শন করে, তখন অনিত্যতাই ধাত্রীমাতার ন্যায় সর্ব্বাগ্রে তাকে কোলে তুলে নেয়—তার পর মায়ের কোলে সে স্থান পায়। তবে আমার জন্য কেন বৃথা শোক করছ? আমি ত মরবার জন্যই জন্মেছি। আসি মা, পায়ের ধূলো দাও।

সুজাতা। ওরে অনুচর, ওরে নিষ্ঠুর রাজভৃত্য, তুই দয়া ক'রে আমার বাছাকে ছেড়ে দে—ওর পরিবর্ত্তে আমায় বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যা।

অনু। তা তো হবে না, নরবলি চাই, তুমি রমণী, তোমায় নিয়ে গিয়ে কি করব ?

সুজাতা। ওরে, তোরা দৈত্য হলেও তোদেরও তো পুত্র-পরিবার আছে, তোরাও তো পুত্রস্নেহ বুঝিস্! ওরে, আমি তোর পায়ে ধরছি, তুই আগে আমায় বধ ক'রে তবে আমার বাছাকে নিয়ে যা। নইলে আমি কিছুতেই আমার বাছাকে ছেড়ে দেব না।

হারীত। মা, কি বলছ? আগে তোমায় বধ করবে, আমার সামনে? তার পর, আমায় নিয়ে যাবে? আমি মাতৃ-হত্যা দেখব, আর বোলো না মা!

গীত

ও মা অমন কথা আর বোলো না।
(ওগো শ্যামরী মাগো),
আমার নিকট মরণ, ডাকছে শমন,
আমায় যেতে বাধা দিও না॥
খেয়া এসে লেগেছে ঘাটে,
ফুরাল নাট ভবের হাটে,
পারের কড়ি তোমার চরণ-ধূলি,
দাও মা আমার শিরে তুলি,
আমি মা মা বলে যাত্রা করি, চোখের জল আর ফেলো না॥

সুজাতা। ওরে বাবারে। আমার কি হ'লরে!

বসন্তকের প্রবেশ

বসন্তক। চিত্রলেখার হাত এড়িয়ে মহারাজের জন্য "সঙ্গমন" মণি খুঁজতে খুঁজতে এ কোন্ দেশে এসে পড়লেম বাবা! গাঁয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই শুনলেম, মড়া-কান্না উঠছে। এখানেও দেখছি এক মাগী চিকুড় ছেড়ে কাঁদছে। এটা কি কান্নার দেশ নাকি?—ওগো বাছা, তুই কাঁদছিস্ কেন? তোর কি হয়েছে?

অনু। যা যা যা যা যা! তুই আবার কোথা থেকে উড়ে এসে মধ্যস্থতা করতে বসলি? একে তো মায়ে-পোয়ের বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার চোটে দেরী হয়ে গেল—তার ওপর ভিড় বাড়াতে তুমি আবার কোথা থেকে এলে! নে মাগী, তোর কান্নার তো শেষ হয়েছে? ছাড় তোর ছেলেকে। এর পর কি আমার গর্দ্দানা যাবে?

হারীত। মা! আমি চল্লেম।

সুজাতা। ওরে তোদের দৈত্যরাজের প্রাণ কি পাথর দিয়ে গড়া? এরকম করে দগ্ধে দগ্ধে না মেরে, একসঙ্গে সব মেরে ফেল্লে না কেন?

বসন্তক। বাপু, ব্যাপারটা কি বলতে পার?—হাঁগা বাছা, তুমিই বা কাঁদছ কেন?

হারীত। মহাশয়, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি এখানকার আগন্তুক, আমাদের দেশের খবর কিছুই জানেন না। কেশী দৈত্য যজ্ঞ করছেন। প্রত্যহ তাঁর একটি ক'রে নরবলি চাই। তাঁর আদেশ, আমাদের গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রত্যহ বলির জন্য একটি ক'রে মানুষ দিতে হবে। আজ আমার পালা, আমি যাচ্ছি; তাই আমার বুড়ো মা কেঁদে আকুল হচ্ছেন।

বসন্তক। প্রত্যহ একজন ক'রে নরবলি হচ্ছে! কার আদেশে বল্লে? কার আদেশে?

অনু। তোর যেদিন পালা পড়বে, সেই দিন বুঝবি কার আদেশে! কেশী দৈত্যের নাম শুনিছিস্? দৈত্যরাজ কেশী দৈত্য—তাঁর আদেশে।

সুজাতা। বাবা, এটি আমার একমাত্র ছেলে, আমার সকল আশার আশা—দুখিনী বিধবার সম্বল! মা হয়ে কোন্ প্রাণে আমি আমার বাছাকে বলি দিতে দেব? তাই এই অনুচরকে বলছি, আমায় আগে মেরে আমার বাছাকে নিয়ে যাক্, কিন্তু এ কঠিন অনুচর কিছুতেই তা শুনছে না। তুমিই বল বাছা, আমি কি কিছু অন্যায় বলছি?

বসন্তক। না, এ এতটুকু অন্যায় নয়। মায়ের কোল থেকে ছেলেকে টেনে নিয়ে গিয়ে মারবে, এ কিছুতেই হ'তে পারে না।

হারীত। তাই ব'লে, হে ভদ্র, তুমি কি বলতে চাও; আমার সামনে আমার বুড়ো মাকে হত্যা ক'রে তার পর আমায় নিয়ে যাবে?

বসন্তক। না, তাই বা কেমন ক'রে বলব? ছেলের সামনে মাকে মারবে? মা—মা—যার নাম মাত্র উচ্চারণে মানুষের সকল জ্বালা জুড়িয়ে যায়!

মা—আদি বাণী জীব-রসনায়,
বেদসিন্ধু মহাগর্ভ হতে উদ্ভব যাহার,
অফুরন্ত অমৃত ভাণ্ডার,
দেব নর সমভাবে করে যাহা পান,
একাক্ষরী মহামন্ত্র
ত্রৈলোক্যের অভয় আশ্রয়,
উচ্চারিত প্লুত ধ্বনি যার
ভেদি' ব্যোম ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে
স্বর্গ-পবিত্রতা আনে করিয়া বহন,
মা—কলুষনাশিনী বাণী পীযূষ আধার,
সর্ব্ব-শোক-সর্ব্ব-দুঃখ-নাশী,
পাপ-তাপ-হরা
শান্তিধারা সন্তপ্ত সংসারে,
শঙ্কিত শমন শিহরে শুনিলে যেই নাম,

মা—জীবনের মহাপথে
একমাত্র সম্বল নরের,
সাধকের সাধনা চরম—
তন্ত্র মন্ত্র সার—আনন্দ আধার,
ভবসিন্ধু ঘোরে নরক দুস্তরে
তারিতে তাপিতে
শব্দ ব্রহ্মময়ী ধ্বনি মোক্ষ বিধায়িনী!

—সেই মাকে পুত্র বিদ্যমানে হত্যা করবে? না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না।

অনু। তাহ'লে বাপু, তুমি কি বলতে চাও মহারাজের যজ্ঞ পণ্ড হবে? নরবলি দেশ থেকে উঠে যাবে? চল্—চল্।

সুজাতা। (পুত্রের গলা ধরিয়া) বাবা—বাপ্‌রে আমার!

হারীত। (মাতার গলা ধরিয়া) মা—মা—মা!

বসন্তক। নেচে গেয়ে মণ্ডা খেয়ে ফুর্ত্তি ক'রে বেড়াই, এমন করুণ দৃশ্য তো কখনো দেখিনি। ওঃ—এমন নৃশংসও আছে? এই ছেলেকে মায়ের বুক থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে? আহা, এ বুড়ী কি তাহ'লে বাঁচবে? দাঁড়াও।

অনু। ঢের হয়েছে, আর দাঁড়াব কেন?

বসন্তক। দেখ, আমি বেশ বুঝে দেখলেম এ দু'জনের কারো মরা হ'তে পারে না।

অন্থ। তা হ'লে যে আমার গর্দ্দানটি যাবে—মহারাজের যজ্ঞ পণ্ড হবে! আজ এদের পালা—নরবলি চাই।

বসন্তক। তা সত্য, কিন্তু তবু দেখ—এই অসহায়া মা, আর এই তার সোণার বরণ ছেলে! এ ছেলে ম'লে এর মা কিছুতেই বাঁচবে না; আমি বেঁচে থাকতে এদের কাউকে মরতে দিতে পারব না।

সুজাতা। বাবা, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তাই হ'ক আমার বাছা অক্ষয় অমর হ'য়ে বেঁচে থাক্!

অন্থ। তোর বাছা অক্ষয় অমর হয়ে বেঁচে থাক্‌বে, তুই তিনকাল খেয়ে বেঁচে থাক্‌বি—তা হ'লে আজ এখন মরবে কে?

বসন্তক। কেন, আমি। তোদের তো নরবলির দরকার, বেশ—আমায় নিয়ে চল্। আমি রাজার সঙ্গে আমোদ করে বেড়াতেম, আমার সেই রাজাই যখন বিবাগী হ'ল, তাঁকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায়, "সঙ্গমন" মণিই যখন খুঁজে পেলেম না; তখন আমার এ দেহ থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? নে—এদের ছেড়ে দে—আমায় নিয়ে চল্।—মা, তোমার বুকের নিধি তুমি বুকে করে রাখ। তোমার ছেলের হ'য়ে আজ আমিই বলি হব।

সুজাতা। পরদুঃখে কাতর এ মহাপুরুষ কে! বাবা, আমার ছেলের জন্য তুমি প্রাণ দেবে? তাও কি কখন হয়? তুমি কে তা জানি না, তোমাকে আর কখনও দেখিনি; কিন্তু তুমি যখন এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার এই ভাঙ্গা ঘরের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছ তখন তুমি আমার অতিথি। আমি পুত্রের প্রাণ বাঁচাতে অতিথির প্রাণনাশ করব? তা কখনও হবে না—এই নাও আমার পুত্রকে নিয়ে যাও—এ সাধুর প্রাণ রক্ষা কর।

হারীত। ঠিক বলেছ মা, এই তো মায়ের মতন কথা! আমার জন্য এই সাধুর প্রাণ যাবে? তা কখন হবে না। ওরে অনুচর, দে আমায় রক্তবস্ত্র দে, আমি বধ্যসজ্জা প'রে এখনি তোর সঙ্গে যাচ্ছি।

সুজাতা। বাবা, বাবা, যাবার পূর্ব্বে একবার দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে তাঁকে প্রণাম করে চল।

[অনুচর, সুজাতা ও হারীতের প্রস্থান।

বসন্ত। এ ছোঁড়াটা ত দিব্যি মরতে চললো, মা বেটীও পিছনে পিছনে ছুটল। কিন্তু ছেলে ম'লে ও কি আর বাঁচবে? ও-ও মরবে। তা হ'লে এ ক্ষেত্রে আমিই শুধু নির্ব্বিবাদে বেঁচে থাকব? কোন সুযোগে কি এদের

প্রাণরক্ষা করতে পারব না? এরা ত শুনলেম মন্ত্রীদের প্রণাম ক'রে বধ্যভূমিতে যাবে। এরা বধ্যভূমিতে পৌঁছবার আগে বধ্যভূমিতে গিয়ে যদি কোন রকমে মাথাটা দিতে পারতেম, তা' হ'লে বোধ হয় ছেলেটা বাঁচত আরে দূর, তাও ত হবার যো নেই। বধ্যসজ্জা একখানা রাঙাচেলি, টোপর, মালা চাই,—আমার ত তা নেই না, এদের কোন উপকার করতে পারলেম না—ধিক্—আমাকে ধিক্!

চিত্রলেখার প্রবেশ

চিত্র। এই দেখ, তোমার কথামত চেলী, টোপর আর মালা এনেছি, এইবারে তোমার কথা রাখ। বলেছিলে না আমায় বিয়ে করবে?

বসন্তক। আরে কে? চিত্রলেখা? চেলী—টোপর—মালা? দে—দে। বিয়ে করব কি? তোকে বিয়ে করেছি। স্ত্রী যদি সহধর্ম্মিণী হয়, তুই আজ যথার্থই সহধর্ম্মিণীর কাজ করেছিস। দে—দে—শীগ্‌গীর দে—আমার আর দেরি করবার সময় নেই—তুই বাসর সাজাগে, আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

চিত্র। এ কি! কোথায় ছুটল?—ওগো শোন—শোন—

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বধ্যভূমি

কেশীদৈত্য

কেশী। "জটাটবী-গলজ্জল-প্রবাহ-পাবিত স্থলে
গলেহবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গ-তুঙ্গ-মালিকাম্।
ডমড্-ডমড্-ডমড্-ডমন্নিনাদ বড্ডমর্বয়ম্
চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্॥
জটা কটাহ সম্ভ্রম ভ্রমন্নিলিম্প নির্ঝরী
বিলোল বীচিবল্লরী বিরাজমান মূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বল ল্ললাট পট্টপাবকে
কিশোর চন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম॥২
ধরা ধরেন্দ্রনন্দিনী বিলাস বন্ধু বন্ধুর—
স্ফুরদ্দ্‌গন্ত সন্ততি-প্রমোদমান মানসে।
কৃপাকটাক্ষ ধোরণী নিরুদ্ধদুর্দ্ধরাপদি
কচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি॥"

বলির সময় উত্তীর্ণ প্রায়। প্রত্যহ নরবলি যথা সময়ে আসে, আজ বিলম্ব হচ্ছে কেন? হে ধূর্জ্জটি তোমার আদেশে আমি যজ্ঞ করছি, সে যজ্ঞ কি পণ্ড হবে?

বসন্তকের প্রবেশ

বসন্তক। তাও কি কখনো হয়? দৈত্যরাজ! একদিন তোমার নাম শুনে আমি ভয় পেয়েছিলেম; আজ তোমার খড়্গের নীচে মাথা পেতে দেব ব'লে ছুটে ছুটে আসছি কোথায় হাড়ীকাঠ দেখিয়ে দাও, আমার আর দেরী সইছে না—ঝাঁ ক'রে মুণ্ডুটা দেহ থেকে আলাদা ক'রে ফেল।

কেশী। (স্বগতঃ) প্রত্যহ বলির জন্য যারা আসে, তারা কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। নির্ভীক—হাস্যমুখ—এ ব্যক্তি কে? (প্রকাশ্যে) তুমিই বলি?—হাঁ এই যে বধ্যসজ্জা তোমার অঙ্গে দেখছি। হাঁ, এস, এই শিলাখণ্ডে মস্তক স্থাপন কর।

অনুচর ও হারীতের প্রবেশ

হারীত। না—না দৈত্যরাজ এই দেখুন আমার অঙ্গে বধ্যসজ্জা, আমিই আপনার বলি—ও ব্যক্তি নয়।

সুজাতার প্রবেশ

সুজাতা। শোন দৈত্যরাজ! এই সাধু বিদেশী, আমাদের দুঃখে কাতর হ'য়ে স্বেচ্ছায় আত্মপ্রাণ বলি দিতে এসেছে। তোমার নিয়ম অনুসারে আজ আমার ছেলের পালা— এ ব্যক্তির নয়।

বসন্তক। কি বিপদেই ফেল্লে! দৈত্যবর! এ একফোঁটা ছেলে— এর গায়ে কতটুকু মাংস বেরোবে? এর গর্দ্দানটা কেটে আপনার কি যজ্ঞ হবে বলুন? আমার এই হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ দেখছেন—নিন্—ঝাঁ ক'রে তরোয়ালের কোপ বসিয়ে দিন,—আপনারও হাতের সুখ হোক— আমারও প্রাণের সুখ হোক্।

চিত্রলেখার প্রবেশ

চিত্র। আর আমার?

বসন্তক। (স্বগতঃ) এই সেরেছে রে! এও ঠিক পথ চিনে এসেছে দেখছি। একেই বলে বিপদ কখন একা আসে না। (প্রকাশ্যে) নিন্—নিন্, ওদের কথা শুনে আর দেরী করবেন না।

অম্বু। প্রভু, এই বালকেরই আজ বলির পালা। এ ব্যক্তিকে চিনি না।

কেশী। চেনো আর নাই চেনো, দেখছি ধূর্জ্জটীর ইচ্ছায় আজ দুইজন বলির জন্য সমাগত—বলির কালও উত্তীর্ণপ্রায়, বিলম্ব করবার অবসর নাই। এস—একজনের পরিবর্ত্তে আজ দুজনকে বলি দিয়ে মহাকালের তৃপ্তিসাধন করি।

বসন্তক। কিছুতেই এ বালককে রক্ষা করতে পারলেম না? ভগবান্, কি কল্লে? কি কল্লে?

হারীত। মা—তুমি এখান থেকে চলে যাও, তোমার সামনে মরতে আমার বড় কষ্ট হচ্চে। দয়াময়ী মা, তুমি দয়া ক'রে চলে যাও।

কেশী। জয়, মহাকালের জয়!

হারীত। মা!

(কেশীদৈত্যের খড়্গোত্তোলন, বধ্যশিলা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

শ্রীকৃষ্ণ। গীত

ওরে মা ব'লে কে কেঁদে আমায় কাঁদালে।
আমার এমন পাষাণ-হৃদয়, নয়ন-জলে কে ভাসালে॥

আয় আয় আয় কোলে আয়।

ওরে দুখিনীর ধন—

আমার কোলে আয়॥

আমার প্রাণের প্রাণ – ওরে আয়রে মহান্

যে পরের তরে অকাতরে প্রাণ দিতে আমার প্রাণ গলালে॥

ভৃগু-পদ-চিহ্ন বুকে ধরি,

সাধে কিরে গরব করি

অহেতুকী দয়ায় তোর আমারি ত মান বাড়ালে॥

হারীত। মা! মা!

সুজাতা। বাবা! বাবা!

কেশী। আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল—একি হ'ল—কি হ'ল! এ কি ভোজবাজী?

নারদের প্রবেশ

নারদ। বাজীকরের বাজীকর যখন সশরীরে বিদ্যমান, তখন এ ভোজবাজীর উপর ভোজবাজী! দৈত্যরাজ, করছ কি? প্রণাম কর, প্রণাম কর। শত ইন্দ্র যার পদনখে লোটায়, সেই ইন্দ্রের ইন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার সম্মুখে! দয়াময়, কত লীলাই জান। ঋষিরা বলেন "সাপ হয়ে কামড়াও, আর রোজা হয়ে ঝাড়াও"—তা ঠিক!

সকলে। জয় পুরাণ-পুরুষ নারায়ণের জয়! (প্রণাম)

কেশী। ইঙ্গিতে যাহার—
সূর্য্য সোম ফিরে ব্যোমপথে,
মুনিজন-মনোরথে বসতি যাঁহার,
বরুণ, পবন, ইন্দ্র আদি দেবগণ,—
কুবের শমন,
চরাচর দ্যুলোক ভুবন,
অগণিত ঐশ্বর্য্য যাঁহার;
ভক্তহৃদি-বিনোদন,
স্বয়ম্ভুর মানস-মোহন—
নারায়ণ সম্মুখে আমার!
তুচ্ছ ইন্দ্র,
তুচ্ছ তার স্বর্গ সিংহাসন—
আকিঞ্চন নাহি আর মম।
আমার ইন্দ্র হবার অভিমান আর নাই। দেব! আমি অজ্ঞান, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

নারদ। ভবসিন্ধুর কাণ্ডারীকে দেখলে আর কি অভিমান থাকে?

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ তুমিইত সংবাদ দিয়ে আমায় এখানে আনালে?

নারদ। নইলে কেশী উদ্ধারই বা হয় কি ক'রে, আর এই

পরোপকারী ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা, এই বৃদ্ধার নয়নের মণির অকালমৃত্যু নিবারণ—এ সকল করে কে?

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ! তোমার আত্মত্যাগে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। বল ব্রাহ্মণ তুমি কি চাও?

বসন্তক। কোনকালেই চাইবার ধার ধারিনি। তার পর যখন তোমায় দেখেছি, তখন আর কি চাইব বল। আমার আর চাইবার ত কিছু নেই। তবে যদি একান্তই চাইতে হয় তা হ'লে প্রভু এই কর যাতে আমার রাজার ঘরটা বজায় থাকে। রাজা বিবাগী হ'লে রাজপুরী শ্মশান হবে, আমি বেঁচে থেকে সে দৃশ্য দেখতে পারব না।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, তা হ'লে তুমি কি চাও?

বসন্তক। সর্ব্বান্তর্য্যামি, এখনও ছলনা? তবে যদি আমার মুখেই শুনতে চাও, শোন প্রভু, আমার সখা রাজা বিক্রমদেবের জন্য যে সঙ্গমন মণি খুঁজতে বেরিয়েছি, সে মণি কোথায় পাব?

শ্রীকৃষ্ণ। সে মণি কেশী দৈত্যের নিকটেই আছে। কেশি, নিষ্ঠুরতা তমোগুণের পোষক; তার পরিণাম ধ্বংস। হিংসা বর্জ্জন কর, হৃদয়ে সত্যের আলোক দেখতে পাবে। সে

আলোক-সাগরে পূর্ব্ব জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে হিংসা-বর্জ্জিত নব জীবন লাভের চেষ্টা কর।

(অন্তর্দ্ধান)

কেশী। গৌরী-পাদপদ্ম-প্রসূত সঙ্ক্রমন মণি আমার কাছে আছে; ধূর্জ্জটী আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আমায় দান করেন। ব্রাহ্মণ, তোমার কৃপায় আমার ভগবদ্দর্শন হ'ল; এস ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে সেই মণি দিচ্ছি। আমিই উর্ব্বশীকে হরণ করতে গিয়েছিলেম, বিক্রমদেব তাকে উদ্ধার করেছিলেন—কিন্তু আর আমার উর্ব্বশীকে প্রয়োজন নাই। ঋষি! আপনার কৃপায় আমার চোখ খুলেছে। আপনি সত্যই দৈত্যবংশের পরম হিতকারী। আসুন, আপনার পদার্পণে দৈত্যপুরী পবিত্র হ'ক্। এস ব্রাহ্মণ—মণি নেবে এস।

চিত্র। (স্বগতঃ) কিন্তু ব্রাহ্মণ, তুমি আমার হৃদয়-মণি! (প্রকাশ্যে) দেবর্ষি, মর্ত্ত্যেও সময় সময় স্বর্গের লীলা দেখা যায়?

নারদ। যায় বৈ কি রে বেটি, যায় বৈ কি? মর্ত্ত্য কি ফেলনা! তোরা অপ্সরা—স্বর্গের দেমাকেই ফেটে মরিস, তোদের যিনি ভগবান, স্বর্গে তাঁর বাস বৈকুণ্ঠে, মর্ত্ত্যে মানুষের হৃদয়ই তাঁর লীলাভূমি!

চিত্র। তা এই ব্রাহ্মণকে দেখেই বুঝেছি।

কেশী। মা, তোমার পুত্রকে নিয়ে ঘরে যাও। তোমার পুত্রের কল্যাণে আজ হতে আমার রাজ্যে হিংসা নিষেধ।

সুজাতা। দৈত্যরাজ, তোমার মঙ্গল হোক। (বসন্তকের প্রতি) বাবা, তুমি আমার বড় ছেলে।

হারীত। আর আমি তোমার ছোট ভাই।

বসন্তক। হাঁ ভাই। ভাই তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক।

সুজাতা। বাবা, দেবর্ষি ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম কর।

কেশী। দেবর্ষি, আসুন।

নারদ। চল, চল, আমায় আবার বুড়ো ঋষি ভরতকে সংবাদ দিতে হবে। ঋষি সে দিন আমার উপর বড়ই ক্রোধ করেছিলেন। তাঁর অভিনয় সেদিন পিও হয়েছিল বটে, কিন্তু আমার এই জীবন্ত অভিনয়ে স্বয়ং ভগবানকে আসরে নামতে হয়েছে! তবু লোকে আমার নিন্দা করে, বলে আমি ঝগড়াটে! হরি হে! তুমিই সত্য! চল, চল।

কেশী। এস, ব্রাহ্মণ, সঙ্গমন মণি নেবে এস।

বসন্তক। চলুন—চলুন—আমার আর দেরি সইছে না—চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

কানন

বিক্রমদেব

বিক্রম। চারি দিকে হেরি
মিলনের আলেখ্য সজীব।
মরাল মরালী
কুতূহলে খেলে সরোবরে;
তীরে ফিরে কৃষ্ণসার প্রেয়সীর সাথে,—
অলস—মন্থর গতি;
তোলে তান চক্রবাক—
চক্রবাকী ফিরে পাছে পাছে;
ময়ূর ময়ূরী নাচে
কেকা রবে জাগায়ে লালসা;
কুহরে কপোত,
শিহরি' কপোতী অনুরাগে
ঢ'লে পড়ে গায়;

পিক গায় সুমধুর তানে—
নাচে প্রাণ তরঙ্গে তরঙ্গে ;
ভ্রমর ভ্রমরী বৃন্দে
ফুলে ফুলে মধু করে পান ;
লুটে চ্যুত মুকুলে পবন,
গন্ধে তার আমোদিত ধরা ;
রতি হাসে মদনের পাশে
মিলন আবেশে বিভোরা প্রকৃতি !
কিন্তু হায় কোথা প্রিয়া মোর ?
তনু যাহার অতনু তাড়িত জনের
শৈল দুর্গ সম
একমাত্র সুদৃঢ় আশ্রয় ।

বসন্তক ও চিত্রলেখার প্রবেশ

বসন্তক। মহারাজ—মহারাজ ! আর আক্ষেপের প্রয়োজন নাই ; মদনের অত্যাচার হ'তে আত্মরক্ষার জন্য আপনি শীঘ্রই আপনার প্রিয়তমার গিরি দুর্গে আশ্রয় নিতে পারবেন, দেবতারা কৃপা পরবশ হয়ে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন !

রাজা। সখা, সখা, তুমি আমায় পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলে ?

হায়! এতেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যখন দুঃসময় হয় তখন বন্ধুও মিত্রত্ব ভোলে—আত্মীয়ও পর হয়।

বসন্তক। মহারাজ, সাধে কি পরিত্যাগ করেছিলেম; প্রাণের দায়ে ছুটে বেরুতে হয়েছিল। কিন্তু ঠাকুর আমার কল্পতরু, খুব সুখে রেখেছেন; যেখানে উৎপত্তি সেইখান হতেই নিবৃত্তি করে দিয়েছেন। কেশী দৈত্য উর্ব্বশীর শাপ মোচনের একমাত্র উপায় এই সঙ্গমন মণি আপনাকে উপহার দিয়েছেন। এই দেখুন গৌরী-পাদপদ্ম-প্রসূত এই বিচিত্র মণি দেখুন—লতার গাত্রে স্পর্শ মাত্রেই উর্ব্বশী আবার অপ্সর দেহ ধারণ করবে।

রাজা। সখা—সখা—তুমি কি বলছ? সঙ্গমন মণি তুমি লাভ করেছ! এও কি সম্ভব?

বসন্তক। অসম্ভবই বা কি মহারাজ! "সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ!" নিন্-নিন্ চলুন, লতাকুঞ্জ দেখিয়ে দেবেন চলুন।

রাজা। সখা তোমার ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারব না। তুমিই যথার্থ আমার হৃদ্‌বন্ধু! তোমার জন্যই আমার আশা পূর্ণ হল।

বসন্তক। মহারাজ জানেন না, পরে সব শুনবেন। সে অনেক কথা।

সস্ত্রীক ঐ কার্য্য হয়েছে। এই ছুঁড়ী চেলি টোপর এনে কাজ এগিয়ে দিয়েছিল।

রাজা। সস্ত্রীক!

বসন্তক। ও, গোলমালে একটা কি বিভ্রাট্ হ'য়ে গিয়েছে। বলনারে ছুঁড়ি, আর লজ্জায় মুখ নীচু করে কেন?

চিত্র। মহারাজ চলুন, সখীকে অনেক দিন দেখিনি। স্বর্গ হ'তে অপ্সরারা সখীকে দেখতে এসেছে। দেবরাজের আদেশে মর্ত্ত্যে বিচিত্র বাসর সাজান হয়েছে। চলুন মহারাজ! আপনাদের মিলন দেখে চক্ষু সার্থক করি।

রাজা। তুমি আমার চিরসখা, আর তুমি আমার প্রিয়সখী।

[সকলের প্রস্থান।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন

অপ্সর-বাসর

উর্ব্বশী, বিক্রমদেব ও অপ্সরাগণ

গীত

নীরব বীণা আজি বাজিল রে
সজীব লতিকা ঐ তমালে বেড়িল রে।
কি সুরে বাজিল বাঁশী,
নয়নে উছলে হাসি,
হিয়ার মাঝারে সুধার রাশি
অধরে উথলি পড়িল রে।
কি নব মিলন গান ভুবন ভরিল রে॥

যবনিকা পতন